রাহুল চরিত

সংঘরাজ শীলালঙ্কার মহাথের

সৌগত প্রকাশন

রাহুল চরিত
সংঘরাজ শীলালংকার মহাথের

প্রকাশনায়
সৌগত ॥ আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার
মেরুল বাড্ডা, ঢাকা-১২১২।
ফোন ঃ ৮৮১২২৮৮

প্রথম প্রকাশ
২৪৭৫ বুদ্ধাব্দ

দ্বিতীয় প্রকাশ
৩ নভেম্বর ২০০৬
২৫৫০ বুদ্ধাব্দ

মুদ্রণ সংখ্যা ঃ
১,০০০ (এক হাজার কপি)

Rahul Charit : (A Life of Rahul) *By : Sangharaj Silalankar Mahathera*
Published by : Sougata : International Buddhist Monastery
Merul Badda, Dhaka-1212, Bangladesh.
Phone : 02-8812288, 2nd Edition : November 3, 2006

Printed for free distribution by
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation
11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415
Email: overseas@budaedu.org
Website:http://www.budaedu.org
This book is strictly for free distribution, it is not for sale.
এই বই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নহে।

দ্বিতীয় সংস্করণের কথা

শ্রাবক সংঘের মধ্যে বুদ্ধপুত্র রাহুলের জীবন চরিত অনন্য ও পূতপবিত্র। এ মহিমান্বিত পূতপবিত্র জীবনের কাহিনীকে ছন্দময় করে চয়ন করেছিলেন বাংলাদেশের বৌদ্ধদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় গুরু, মহামান্য অষ্টম সংঘরাজ প্রয়াত শীলালংকার মহাথের। এটি তার প্রথম গ্রন্থ। গুরুদেব অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাথের কর্তৃক নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে বৌদ্ধ মিশনের চরিত মালা হিসেবে ২৪৭৫ বুদ্ধাব্দে এটি প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাটি কলিকাতার বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহারে অবস্থানের সময় চয়ন করেছিলেন। বৌদ্ধ মিশন প্রেস - রেঙ্গুন থেকে এটি প্রকাশিত হয়। বর্তমানে বইটি দুষ্প্রাপ্য।

১৯৯৭ সালে মহামান্য সংঘরাজ শীলালংকার মহাথের ঢাকা আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারে এক বর্ষাবাস যাপন করেছিলেন। সে সময়ে তাঁর সমস্ত বইগুলো প্রকাশের জন্য আমাকে লিখিত অনুমতি পত্র দেন। প্রথমে রাহুল চরিত বইটি প্রকাশের চেষ্টা করলে কোথাও আর বইটির হদিস পাওয়া যায়নি। অবশেষে সংঘরাজ ভন্তে নিজেই নানুপুর জ্ঞানোদয় লাইব্রেরী থেকে জীর্ণ-শীর্ণ অতিপুরানো রাহুল চরিতের একটি কপি আমাকে দেন ১৯৯৭ সালে। নানা কাজের ব্যস্ততার জন্য আর বইটি ছাপানো আমার পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। অবশেষে ২০০০ সালে মহামান্য সংঘরাজ মহাপ্রয়াণ করেন। মহামান্য সংঘরাজের প্রতি অসীম শ্রদ্ধায় বইটি আমি প্রকাশের প্রচেষ্টা চালাই। কিন্তু আর্থিক অসঙ্গতির কারণে সম্ভবপর হয়ে উঠেনি।

সুদীর্ঘ পঁচাত্তর বছর পর হলেও রাহুল চরিত দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠকের হাতে পৌঁছে দিতে সক্ষম হলাম। বইটির প্রথম মুদ্রণ হুবহু রেখেই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো। আশা করি পাঠকের চাহিদা মেঠাতে সক্ষম হবে। যার বদান্যতায় এটি প্রকাশিত হলো তিনি হলেন অস্ট্রেলিয়ায় প্রবাসী সংঘরাজের শিষ্য মি. পংকজ বড়ুয়া। তাকে বইটি প্রকাশের ব্যয়ভার গ্রহণের প্রস্তাব দিলে সে সানন্দ চিত্তে এটি প্রকাশের জন্য ২০,০০০ (বিশ হাজার টাকা) অনুদান পাঠায়। এজন্য মি. পংকজ বড়ুয়াকে অশেষ আশীর্বাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁর এ ধর্মদানের প্রভাবে আয়ূ-বর্ণ-সুখ-বল ও প্রজ্ঞা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হোক। সেই সাথে মি. সৌমেন বড়ুয়া ৫০০/- টাকা ও মি. রাজু বড়ুয়া, বাড্ডা ৫০০/- টাকা এটি প্রকাশে দান করেন। তাদেরকেও কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। মি. পলাশ বড়ুয়া বইটি প্রকাশে আন্তরিক সহযোগিতা দান করেন। তার প্রতিও রইল কৃতজ্ঞতা।

সৌগত প্রকাশন থেকে এ যাবত সাতটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। আরো কিছু বই পুনঃমুদ্রণ ও পাণ্ডুলিপি হাতে আছে। এগুলো প্রকাশের জন্য আপনাদের শুভদৃষ্টি কামনা করি। জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।

ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয়
সম্পাদক ॥ সৌগত

অভিমত

পাপাশি হতে মুক্ত যে জন, তাঁরে ব্রাহ্মণ বলে।
শ্রমণ সে হয়, শমাচারী যেবা, সংযম মানি চলে॥
মালিন্য যাঁর নাহি অন্তরে, সদা নির্মল যিনি।
সংসার মাঝে প্রব্রজিত নামে পরিচিত হন তিনি॥

ধর্মপদ-৩৮৮
(রামপ্রসাদ সেন কৃত পদ্যানুবাদ)

মহামান্য সংঘরাজ শীলালংকার মহাথের বিরচিত 'রাহুল চরিত' বইটি সৌগত প্রকাশন থেকে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে গভীর প্রীত হলাম। প্রায় পঁচাত্তর বছর পূর্বে রেঙ্গুন বৌদ্ধ মিশন থেকে বইটি প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হলে দীর্ঘদিন দুষ্প্রাপ্য ছিলো। সৌগত প্রকাশন থেকে আমার শিষ্য ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয় বইটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করায় তাকে আশীবাদ জানাই। পাঠকের চাহিদা মিঠাতে ও ধর্মদানে এগিয়ে এসে মি. পংকজ বড়ুয়া এক মহান উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। এ রকম মহৎ কাজে আরো সচেতন যুব সমাজ এগিয়ে আসবে – এ আমার প্রত্যাশা।

এ গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে মানুষের ধর্মজীবন ও আদর্শ চরিত্র গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করি। গ্রন্থের আবেদন সকলের নিকট দৃষ্টান্ত হোক- এ কামনা। গ্রন্থটি আদর্শ বৌদ্ধিক জীবন গঠনে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা রাখবে। বইটির বহুল প্রচার কামনা করি। জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।

সত্যপ্রিয় মহাথের
সভাপতি
বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা

বৌদ্ধ মিশন গ্রন্থমালা – ১১

শ্রাবক-চরিত সংগ্রহে
রাহুল-চরিত

শ্রীমৎ শীলালঙ্কার স্থবির কর্ত্তৃক
বিরচিত।

বৌদ্ধ-মিশন হইতে শ্রীমৎ ধর্ম্মপাল শ্রামণের কর্ত্তৃক প্রকাশিত
রেঙ্গুন, বৌদ্ধ মিশন প্রেসে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

বৌদ্ধ মিশন ও বৌদ্ধ মিশন প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা, রেঙ্গুন
চট্টল বৌদ্ধ সমিতি ও আকিয়াব বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমিতির
সভাপতি, সঙ্ঘরাজ ভিক্ষু মহামণ্ডলের সম্পাদক, ধর্ম্ম- সংহিতা, ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ,
মিলিন্দ প্রশ্নাদি একুনবিংশতি গ্রন্থ প্রণেতা
আমার শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু
বিনয়াচার্য্য

পণ্ডিত-প্রবর শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহোদয়ের

– ০ কর কমলে ০ –

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা খানি
ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ অর্পিত হইল
এই পুণ্য আমার নির্ব্বাণ প্রত্যয় হউক

আপনারই শিষ্য সেবক –
"শীলালঙ্কার"

নিবেদন

ভগবানের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে রাহুল একজন একনিষ্ঠ সাধক। তাঁহার অকলঙ্ক পূত চরিত্রে একদিন জগদ্‌বাসীকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি শিক্ষাকামিতাগুণে সমস্ত ভিক্ষু সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার পবিত্র জীবনের সদ্‌গুণাবলী পাঠ করিলে স্বতঃই শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হয়।

আমার গুরুদেব শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের উপদেশে অনুপ্রাণিত হইয়া এই 'রাহুল-চরিত' খানি লিখিতে কৃত-সংকল্প হই। ইহাতে রাহুলের পূর্ব্ব-জীবন ও ইহ জীবনের ঘটনাবলীতে দেখা যায়-বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থ কুমারের পুত্র রাহুল পূর্ব্বজন্মে পৃথিবীন্ধর নাগ-রাজ অবস্থায় বুদ্ধের পুত্র হইবার জন্য প্রার্থনা করেন। সেই প্রার্থনার ফলে সিদ্ধার্থ কুমারের পুত্র রূপে উৎপত্তি, সিদ্ধার্থ কুমারের অভিনিষ্ক্রমণ দিবসেই জন্ম, সপ্তম বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ, সেই সঙ্গেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ, শীল পালনের প্রতি দৃঢ়তা, বিনয় ও সংযমের পরাকাষ্ঠা, বুদ্ধের অমৃত-ময় উপদেশ লাভ, বিশ বৎসর বয়সে অরহত্ত্ব লাভ এবং ভগবানের পূর্ব্বেই পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্তি; এই সব অপূর্ব্ব ঘটনাবলী সম্বলিত রাহুলের জীবন-চরিত যাহাতে সর্ব্ব-সাধারণের সুখবোধ্য হয় এবং সম্পূর্ণ জীবনী বিশদ ভাবে বিবৃত করা হয়, তাহার জন্য আমি যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছি। এখন গ্রন্থখানি জনসাধারণের কিছুমাত্র উপকার সাধন করিলে আমার সকল পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

গ্রন্থখানি যাহাতে মার্জ্জিত ও পরিশুদ্ধ করিতে পারি, তজ্জন্য চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। এতদূর আয়াস সত্ত্বেও ইহাতে যে ত্রুটি বিচ্যুতি হয় নাই তাহা বলিতে পারি না। যদি ইহাতে কোন রূপ ভুল পরিলক্ষিত হয়, পাঠক পাঠিকাগণ অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে সুখী হইব।

এই গ্রন্থ সঙ্কলনে যাঁহাদের উপদেশ ও সাহায্য লাভ করিয়াছি, তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমার প্রিয়তম দায়ক শ্রীমান সুরেন্দ্র লাল বড়ুয়া (ক্লার্ক) অনেকটা শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া গ্রন্থখানি আরও সুন্দরতর করিয়া দিয়াছেন, তাই তিনি আমার ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

বৈশাখী পূর্ণিমা
ধর্ম্মাঙ্কুর বিহার, কলিকাতা
২৪৭৫ বুদ্ধাব্দ।

শ্রীশীলালঙ্কার স্থবির।

বিষয় সূচী

		পৃষ্ঠা
১।	পূর্ব্ব পরিচয়	১০
২।	রাহুলের জন্ম	১৯
৩।	রাহুলের বাল্যজীবন	২৪
৪।	রাহুলের পিতৃ-পরিচয়	২৭
৫।	রাহুলের প্রব্রজ্যা	৩৩
৬।	শিক্ষা	৩৬
৭।	সুকীর্ত্তি প্রচার	৩৮
৮।	চিত্ত বিপর্য্যয়	৪২
৯।	তৃষ্ণা-ক্ষয়	৪৮
১০।	শ্রেষ্ঠোপাধি লাভ	৫২
১১।	মার পরাভর	৫৩
১২।	পরিনির্ব্বাণ	৫৫

শ্রাবক-চরিত

পালি গ্রন্থ সমুহে প্রধান প্রধান ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, দায়ক ও দায়িকাগণের জীবন চরিত সমূহ অতি সুন্দরভাবে সংগৃহীত আছে। আমরা প্রথমে শ্রাবক সমূহের মধ্যে রাহুল-চরিত, সীবলী-চরিত, আনন্দ-চরিত প্রভৃতি প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। যাহাতে পুস্তিকাগুলি দুই আনা কি তিন আনায় প্রতি খণ্ড পাওয়া যায় এবং সর্ব্বসাধারণের বুঝিতে সুযোগ হয়, তদনুরূপ চেষ্টা করা হইবে।

আশা করি পাঠক-পাঠিকাগণ এক এক খণ্ড পুস্তিকা বৌদ্ধ-মিশনের সাহার্য্যার্থে গ্রহণ করিয়া মহা-পুরুষগণের জীবন-চরিত প্রকাশে সহায় হইবেন।

প্রার্থীক

ম্যানেজার–বৌদ্ধ-মিশন।

–ঃ ০০ ঃ–

রাহুল-চরিত

হংসবতী ধন-ধান্যে সমৃদ্ধি সম্পন্না নগরী। ইহার সুবিশাল বক্ষ অত্যুচ্চ সৌধমালায় পরিশোভিত। ধন-কুবেরগণের আবাসভূমি, ধর্ম্মের বিমল জ্যোৎস্নায় প্রভাময়ী হংসবতী পুণ্যবানের পুণ্যময় বাণীতে বিঘোষিত। সকলের জীবন পুণ্যময়, সকলেই সুখী, সকলেই আমোদিত।

বুদ্ধ উৎপন্নের সমসাময়িক অবস্থায় মধ্য প্রদেশ সর্ব্ববিষয়ে সমুন্নত হয়। সাধারণত বুদ্ধগণ মধ্যপ্রদেশেই আবির্ভূত হন। বুদ্ধত্ব লাভ, ধর্ম্ম-চক্র প্রবর্ত্তন, পরিনির্ব্বাণ লাভ তাহাও মধ্যপ্রদেশে। পারমিতায় পূর্ণতাপ্রাপ্ত সজ্জনগণও মধ্যপ্রদেশে উৎপন্ন হন। পুণ্যবান দিগের পুণ্যপ্রভাবে মধ্যপ্রদেশ সৌভাগ্য সম্পদে ভরপুর। তখন ঋদ্ধিমান দেবগণের আনাগোনায় নীচাশয় ভূত-প্রেতগণ দূরে পলায়ন করাতে সর্ব্বদিক মঙ্গলময় হইয়া উঠিয়াছিল।

তখন হংসবতী ছিল মধ্যপ্রদেশের সুপ্রসিদ্ধা নগরী। এই সৌভাগ্যশালিনী হংসবতীতে সর্ব্বজন নন্দন নন্দন নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। সুজাতা নাম্নী অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী রমণী মহারাজের অগ্র মহিষী ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা বিশুদ্ধভাবে পঞ্চশীল পালন করিতেন এবং উপোসথ দিবসে উপোসথ পালন করিতেন। সেই সর্ব্বগুণগরীয়সী সুজাতা দেবীর গর্ভে পদুমুত্তর বোধিসত্ত্বের আবির্ভাব হয়। দেবী দশমাস গর্ভধারণের পর হংসবতী উদ্যানে দেববিনিন্দিত অনুপম রূপলাবণ্যময় ঋদ্ধিসম্পন্ন এক পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। সদ্যোজাত শিশুর দেবদুর্ল্লভ উজ্জ্বল কান্তি ও ঋদ্ধি-শক্তি অবলোকন করিয়া দেব-মানব সকলেই আনন্দিত হইলেন। তখন এক দিব্য সোনালি আলোকে পৃথিবী আলোকিত হইল, পর্ব্বত বৃক্ষ-লতা-পল্লব সোনালী বর্ণ ধারণ করিল, পশু পক্ষী হষরব করিল, সকল দিকে জয় জয় ধ্বনি উত্থিত হইল।

বোধিসত্ত্বের জাতক্ষণে পদ্মবৃষ্টি হইয়াছিল, তাই জ্ঞাতিগণ তাঁহার নামকরণ করিলেন – 'পদুমুত্তর কুমার'।

পদুমুত্তর কুমার দশসহস্র বৎসর গৃহবাসে ছিলেন। বসুদত্তা ছিলেন তাঁহার ভার্য্যা। পুত্র ছিলেন উত্তরকুমার। বোধিসত্ব পুত্রের জাত দিবসে মহাভিনিষ্ক্রমণ করেন। তিনি অভিনিষ্ক্রমণ কালে বশবর্ত্তী নামক সুসজ্জিত প্রাসাদেই অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার অভিনিষ্ক্রমণ চিত্ত জাতক্ষণেই সেই সুবৃহৎ প্রাসাদ কুলাল চক্রের ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে আকাশে উত্থিত হইল, তাহা চন্দ্রমার ন্যায় শোভা বিস্তার করিতে করিতে গগনমার্গে বোধিদ্রুমাভিমুখে অগ্রসর হইল। সুরভি কুসুমদাম সমলঙ্কৃত শ্রেষ্ঠ প্রাসাদ কিরণের

শতধারা বিচ্ছুরিত দিনমণির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। প্রাসাদে বিলম্বমান বিবিধ কিঙ্কিণিজাল মৃদুমন্দ বায়ু হিল্লোলে প্রকম্পিত হইয়া পঞ্চাঙ্গিক তূর্য্যধ্বনির ন্যায় কমনীয় শব্দ করিতে লাগিল। সেই প্রাসাদে সত্তর হাজার সুগায়িকা নর্ত্তকী ছিল। তাহারা সেই মধুর ধ্বনিতে বিভোলা হইয়া তানে তানে গান ধরিল। বিবিধ আভরণে সুসজ্জিত চতুরঙ্গিনী সৈন্যদল প্রাসাদের সহিত যাইতে লাগিল। প্রাসাদ বোধিবৃক্ষকে সম্মুখ ভাগে রাখিয়া অবতরণ করিল। প্রাসাদ ভূমি সংলগ্ন হইলেই সৈন্যদল ও নর্ত্তকিগণ স্বভাবত চলিয়া গেল, যেন তাহার কাহারও দ্বারা আদিষ্ট হইয়াছে।

মহাপুরুষ প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন। সে দিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি। বোধিসত্ব তথা হইতে উজ্জয়িনী নগরীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় রুচিনন্দা নাম্নী জনৈক শ্রেষ্ঠীকন্যা-প্রদত্ত মধু পায়স পরিভোগ করিয়া সন্ধ্যার সময় বোধিমূলে উপনীত হইয়া ধ্যানে নিবিষ্ট হইলেন। প্রত্যূষে সুচির কালের অভিলষিত সম্বুদ্ধত্ব জ্ঞান লাভ করিলেন। তখন দশসহস্য চক্রবালে পুষ্পবৃষ্টি হইল। সেই সময় ভগবান পূর্ব্বের বুদ্ধগণভাষিত প্রীতি-গাথা উচ্চারণ করিলেন। বুদ্ধ বোধিমূলে সপ্ত সপ্তাহ কাল ধ্যান সুখে অতিক্রম করিলেন। অতঃপর তিনি আসন হইতে উঠিবেন এইরূপ চিন্তা করিয়া দক্ষিণপদ বাড়াইলেন; তখন বিমল মনোমুগ্ধকর কেশর কর্ণিকা ও বিপুল পলাশযুক্ত এক বৃহত্তর পদ্মপুষ্প পৃথিবী ভেদ করিয়া উত্থিত হইল। সেই পদ্মের দল নব্বই হস্ত প্রমাণ; কেশর ত্রিশ হস্ত, কর্ণিকা দশ হস্ত এবং এক একটি রেণু ঘটপ্রমাণ হইয়াছিল।

ভগবান উচ্চতায় আটান্ন হাত; তাঁহার বক্ষঃস্থল আঠার হাত, ললাট পাঁচ হাত, ও হস্তপদ একাদশ হাত ছিল। বুদ্ধ সেই সুবৃহৎ পদ্মোপরি দক্ষিণ পদ স্থাপন করিলেন। বামপদ বাড়াইতে সেইরূপ অন্য একটি পদ্ম উত্থিত হইল। এইরূপে তিনি মনঃশিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ করার ন্যায় এক পদ্ম হইতে অন্যপদ্মে পদ-বিক্ষেপে করিয়া চলিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রতি পদবিক্ষেপে পদ্ম উত্থিত হইয়াছিল, এই হেতু তিনি 'পদুমুত্তর বুদ্ধ' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

অনন্তর পদুমুত্তর বুদ্ধ আকাশ-পথে যাইয়া মিথিলার রমণীর উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। তথায় তিনি ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত ধর্ম্মামৃত পান করিয়া কোটি শত সহস্র দেব-মানবের ধর্ম্মজ্ঞান লাভ হইয়াছিল। সেই হইতে ভগবান দেশ দেশান্তরে ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন।

তাহা আজ অনেক দিনের কথা, প্রায় লক্ষ কল্প পূর্ব্বের। সেই সময় মনুষ্যের আয়ু ছিল লক্ষ বৎসর। তখন সেই ধন্য পুণ্য সমৃদ্ধি সম্পন্না হংসবতী নগরীতে দুই বন্ধু বাস করিতেন। তাঁহাদের পরস্পরের খুব সদ্ভাব। দুইজনই সদাচার সম্পন্ন; উভয়ে ধনাঢ্য গৃহপতির ঔরসজাত পুত্র; তাই সুখে লালিত পালিত। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে উভয়ের পিতা-

মাতা উভয়কে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিলেন। বিবাহের কিছুদিন পরে উভয়ের পিতৃ-মাতৃ বিয়োগ হয়। এক দিবস তাঁহারা দেখিলেন– তাঁহাদের পিতামাতার ধন-ভাণ্ডার বহু মূল্য ধনরাশিতে পরিপূর্ণ। এই বিভূতি পুঞ্জ দেখিয়া তাঁহারা চিন্তা করিলেন– আমাদের পিতা পিতামহ প্রভৃতি সপ্তম পুরুষ পরম্পরা এই অপরিমিত ধনরাশি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। অথচ তাঁহারা পরলোক গমনের সময় এক কপর্দ্দকও সঙ্গে নিতে পারেন নাই। আমাদের মৃত্যু হইলে এই সম্পত্তি আমাদের সঙ্গেও যাইবে না। যাহাতে আমাদের সঙ্গে নিতে পারি, সেই উপায় উদ্ভাবন করাই কর্ত্তব্য।

বন্ধুদ্বয় সম্পত্তি সমূহ দান করিবেন সিদ্ধান্ত করিয়া নগরের চারি দ্বারে চারি খানা দান শালা নির্ম্মাণ করাইলেন। তথায় দানীয় বস্তু সজ্জিত করাইয়া অহরহ মহাদানের প্রবর্ত্তন করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন সমাগত যাচকগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া যথা প্রার্থিত খাদ্য ভোজ্য প্রদান করিতেন; তাই তিনি 'আগত জিজ্ঞাসু' নামে পরিচিত হইলেন। অপর ব্যক্তি জিজ্ঞাসা না করিয়া যাচকগণের ভাজন পূর্ণ করিয়া দিতেন; তাই তিনি 'অপ্রমাণদাতা' নামে অভিহিত হইলেন। তখন দুইজন ঋদ্ধিসম্পন্ন তাপস হিমালয়ে অবস্থান করিতেন। তাঁহারা সময়ান্তরে লবণ অম্বল পরিভোগের জন্য লোকালয়ে আসিতেন। এক দিবস বন্ধুদ্বয় প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনের জন্য গ্রামের বাহিরে আসিলেন। সেই সময় তাপসদ্বয় হিমালয় হইতে আকাশ পথে আসিয়া তাঁহাদের অনতিদূরে অবতরণ করিলেন। বন্ধুদ্বয় তাপসদ্বয়ের ঋদ্ধিশক্তি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; এবং তাঁহাদিগকে দেখিয়াই উভয়ের অন্তরে প্রগাঢ় ভক্তির সঞ্চার হইল। তখন তাঁহার তাপসদ্বয়কে প্রণাম করিয়া বিনীত ভাবে তাঁহাদের তাপসোপকরণ সমূহ গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া গৃহে গমন পূর্ব্বক উত্তম খাদ্যভোজ্যদ্বারা পরিতৃপ্তরূপে ভোজন করাইলেন; পুন প্রতিদিন তাঁহাদের গৃহে আসিয়া দান গ্রহণের জন্য প্রার্থনা করিলেন। তাপসদ্বয়ও তাহাতে স্বীকৃত হইলেন।

তাপসযুগল প্রতিদিন তাঁহাদের গৃহে ভোজন করিতেন। ভোজনের পর দানের ফল ব্যাখ্যা করিয়া তাপসদ্বয়ের একজন স্বীয় অনুভাব বলে মহাসমুদ্রের জল দ্বিধা করিয়া পৃথিবীন্ধর নামক নাগরাজ-ভবনে গমন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতেন। সেই নাগগণ ঋদ্ধি সম্পন্ন। তাহারা ইচ্ছানুরূপ বেশ ধারণ করিতে পারে। অধিকন্তু মনুষ্য রূপ ধারণ করিয়া বিচরণ করিতে তাহারা ভালবাসে। নাগ-ভবন সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ। সর্ব্বাপেক্ষা পৃথিবীন্ধর নাগভবন অধিক রমণীয়; অতুল বিভূতি সম্পন্ন ও সর্ব্ব ভোগ সম্পদে সমৃদ্ধ, বিবিধ বাদ্য ধ্বনি ও সুগায়িকা নর্ত্তকীবৃন্দের সুললিত সঙ্গীত ধ্বনিতে নাগ-ভবন সদা মুখরিত। তাপস নাগ-ভবনে বিশ্রাম লাভ করিয়া লোকালয়ে চলিয়া আসিতেন। তিনি প্রতিদিন দানপতির গৃহে ভুক্তানুমোদন সময় "পৃথিবীন্ধর নাগ-ভবন সদৃশ হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন।

অনন্তর এক দিবস সেই তাপসের সেবক গৃহপতি জিজ্ঞাসা করিলেন – "প্রভু আপনি প্রত্যহ অনুমোদন সময় 'পৃথিবীন্ধর নাগ-ভবন সদৃশ হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন, আমরা তাহার অর্থ কিছুই বুঝিতেছিনা; উহার অর্থ কি আমাদিগকে প্রকাশ করিয়া বলুন।'

তাপস কহিলেন, "হে ধনপতি, আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি যে – তোমার সম্পত্তি পৃথিবীন্ধর নাগ রাজের সম্পত্তি সদৃশ হউক।" এই বলিয়া তাপস নাগ-ভবনের ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে বর্ণনা করিলেন। তাপসের বর্ণনা শুনিয়া ধনপতির চিত্ত নাগভবনের প্রতি আকৃষ্ট হইল ও তথায় জন্মগ্রহণ করিবার জন্য সর্ব্বদা কামনা করিতে লাগিলেন।

অপর তাপস প্রতিদিন তাবতিংস স্বর্গের সেরিস্সক নামক দেব-বিমানে বিশ্রাম করিতেন। তিনি তথায় গমনাগমন কালে ইন্দ্ররাজের সম্পত্তি দেখিয়া স্বীয় সেবক গৃহপতির ভুক্তানুমোদন সময় "ইন্দ্রবিমান সদৃশ হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন। তিনিও ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে তাপস কহিলেন– "হে উপাসক, আমি এই বলিয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি যে– তোমার সম্পত্তি ইন্দ্ররাজের সম্পত্তি সদৃশ হউক।"

গৃহপতি জিজ্ঞাসা করিলেন– "প্রভু, ইন্দ্ররাজের সম্পত্তি কিরূপ ?"

তাপস কহিলেন-"উপাসক, ইন্দ্ররাজের সেই ঐশ্বর্য্য-কাহিনী কিরূপে বর্ণনা করিব? তাহা যে অনির্ব্বচনীয় ও অতুলনীয়। তথাপি কথঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। ইন্দ্ররাজ তাবতিংস-স্বর্গের অধীশ্বর। তাঁহার বিবিধ রত্নরাজি খচিত স্বর্ণময় সুবৃহৎ বৈজয়ন্ত প্রাসাদ অতীব রমণীয়। মনোরম দিব্য বাদ্য ও দিব্য সঙ্গীতে বৈজয়ন্তধাম সদা মুখরিত। তিনি দিব্য ভূষণে বিভূষিতা সুরূপা সহস্র অপ্সরা পরিবৃত হইয়া অবস্থান করেন। তাঁহার ষাটি যোজন দৈর্ঘ্য ও পঞ্চাশ যোজন প্রস্থ পাণ্ডুকম্বল শিলাসন অতি চমৎকার। তাহা অতি সুখস্পর্শ। উহাতে যথা ইচ্ছিত শীতলতা ও উষ্ণতা অনুভূত হয়। তাহাতে উপবেশন করিলে কটিদেশ পর্য্যন্ত নিমগ্ন হয়। তাঁহার সহস্র অশ্বযুক্ত রত্নময় বৈজয়ন্ত রথ অতিশয় মনোরম। রথ চলিবার সময় পঞ্চাঙ্গিক তুর্য্যধ্বনি সমুত্থিত হয়। তাঁহার নন্দন, মিশ্রক, চিত্রলতা ও ফারুসক নামে চারিখানা প্রমোদোদ্যান আছে। উদ্যানে দর্শনীয়, মনোমুগ্ধকর পারিজাত ও মন্দারাদি নানাবিধ পুষ্প প্রস্ফুটিত থাকে। পুষ্পের সৌরভ চতুর্দ্দিক আমোদিত করে। তাঁহার ঐরাবত নামে ঋদ্ধিসম্পন্ন এক শ্বেত হস্তী আছে। ইন্দ্ররাজের উদ্যান ভ্রমণে যাইবার ইচ্ছা হইলে হস্তী আপনা হইতেই দিব্য আভরণে বিভূষিত হয়। দেবরাজ ইন্দ্র উত্তম সাঁজে সজ্জিত হইয়া দেববালাদের সহিত হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করেন; এবং উদ্যানে প্রবেশ করিয়া দেব বালাদের সহিত বিবিধ আমোদ প্রমোদ উপভোগ করেন। দেববালাগণ আনন্দের সহিত বিবিধ সুরভি কুসুম

চয়ন করিয়া সযত্নে মালা রচনা করে; এবং দেবরাজের গলদেশে পরাইয়া দিতে পারিলে নিজকে কৃতার্থ মনে করে। উদ্যানে বৃক্ষরাজির শাখা-প্রশাখায় বিচিত্র ময়ূর-ময়ূরী ও নানা জাতীয় পক্ষীকূল সুললিত স্বরে উদ্যান ভ্রমণকারীদের চিত্তরঞ্জন করে। তাঁহার স্বচ্ছ সলিলা নন্দা পুষ্করিণী অতিশয় মনোমুগ্ধকারিণী। জলের উপর বিচিত্র বর্ণের হংসকূল সুমধুর কলরবে বিচরণ করে। তাহাতে শ্বেত রক্ত ও নীলাদি বিবিধ বর্ণের পদ্ম সমূহ প্রস্ফুটিত হইয়া পুষ্করিণীর বিচিত্র শোভা সম্বর্দ্ধন করে। সেই পদ্মোপরি এক একটি দেববালা নৃত্য করে এবং সমধুর স্বরে গান করে। দেবরাজ ইন্দ্র দেববালাদের সহিত যাইয়া সেই প্রমোদ পুষ্করিণীতে অবগাহন ও জল কেলি করেন। দেবরাজের সুধর্ম্মা নামে এক সভাগৃহ আছে, তথায় সদ্ধর্ম্মের আলোচনা হয়। দেবরাজ ক্ষণকালের মধ্যে সহস্র বিষয় চিন্তা করিতে সমর্থ হন; তাই তিনি সহস্র লোচন নামে পরিচিত।

হে উপাসক, দেবরাজের ন্যায় এইরূপ অতুলনীয় সৌভাগ্যশ্রী লাভ করিবার জন্য কার না ইচ্ছা হয়? তাই তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি– তোমার সম্পত্তি ও ইন্দ্ররাজের সম্পত্তি সদৃশ হউক।"

গৃহপতি তাপসের মুখে ইন্দ্রপুরের ঈদৃশ কাহিনী শ্রবণ করিয়া বিমোহিত হইলেন। ইন্দ্রত্ব লাভের জন্য তাঁহার বলবতী বাসনা উৎপন্ন হইল। সেই হইতে তিনি সর্ব্বদা তাহাই কামনা করিতে লাগিলেন।

বন্ধুদ্বয় আজীবন দানকার্য্যে রত থাকিয়া মৃত্যুর পর তাঁহাদের প্রার্থনানুযায়ী গতি লাভ করিলেন। একজন হইলেন ইন্দ্ররাজ, অপরজন হইলেন পৃথিবীন্ধর নাগরাজ। পৃথিবীন্ধর নাগরাজ উৎপন্ন ক্ষণেই নিজের সর্পশরীর দর্শন করিয়া বিশেষ অনুতপ্ত হইলেন। "অহো! আমার কুলগুরু তাপস কি অপ্রিয়কর স্থানেরই বর্ণনা করিয়াছিলেন! উদরের উপর ভার করিয়া বিচরণ স্থান ব্যতীত তিনি আর অন্য কোন স্থান জানিতেন না বোধ হয়!" এই মনে করিয়া নাগরাজ অতিশয় দুঃখিত হইলেন। সেইক্ষণেই বিবিধ অলঙ্কার ভূষণে বিভূষিতা সুরূপা ও সুগায়িকা নর্ত্তকীগণ নাগরাজের চতুর্দ্দিকে সুমধুর পঞ্চাঙ্গিক তূর্য্য ধ্বনিতে নাগ ভবন নিনাদিত করিয়া তুলিল। নাগরাজ চমকিত হইলেন। তখনই নাগরাজের শরীর পরিবর্ত্তিত হইয়া মানবাকার ধারণ করিল।

চারি লোকপাল মহারাজকে প্রতিপক্ষে একবার ইন্দ্ররাজের পরিচর্য্যার্থ যাইতে হয়। পৃথিবীন্ধর নাগরাজেরও যাওয়া কর্ত্তব্য, তাই তিনি বিরূপাক্ষ নাগরাজের সহিত ইন্দ্ররাজের পরিচর্য্যার্থ গমন করিলেন। ইন্দ্ররাজ দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন। তিনি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলে, ইন্দ্ররাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন– "কি হে বন্ধু, তুমি কোথায় উৎপন্ন হইয়াছ?"

নাগরাজ কহিলেন–" মহারাজ, সেই কথা আর কি বলিব, উদরের উপর ভার করিয়া চলিতে হয় এমন স্থানেই উৎপন্ন হইয়াছি। আপনি ভাগ্যবান, তাই কল্যাণ মিত্র লাভ করিয়া এমন মনোরম স্থানেই উৎপন্ন হইয়াছেন।"

ইন্দ্ররাজ কহিলেন–"বন্ধু, তুমি অস্থানে উৎপন্ন হইয়াছ বলিয়া চিন্তা করিওনা। জগতের হিতের জন্য ভগবান পদুমুত্তর বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন। তাঁহার অনুকম্পায় কুশল কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া এই স্থানই প্রার্থনা কর। দুই বন্ধু এখানে সুখে বাস করিব।"

"হ্যাঁ বন্ধু, তাহাই করিব।"

অতঃপর পৃথিবীন্ধর নাগরাজ ভগবান পদুমুত্তর বুদ্ধের নিকট যাইয়া আগামী দিবসের জন্য বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভগবান নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। তাহাতে নাগরাজ সন্তোষ হইয়া নাগ-ভবনে গমন করিলেন। স্বীয় ভবনে নাগপরিষদের সহিত সমস্ত রাত্রি দানীয় বস্তু ও বুদ্ধের উপযুক্ত সৎকার-সম্মানের দ্রব্যাদি সুসজ্জিত করিলেন।

পরদিন ভগবান প্রত্যুষে উঠিয়া প্রধান সেবক সুমন স্থবিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন– "হে সুমন, অদ্য আমি দূরদেশে ভিক্ষাচরণে যাইব, পৃথগ্‌জন ভিক্ষু যেন আমার সঙ্গে না যায়; ত্রিপিটকধারী প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত ষড়াভিজ্ঞ ভিক্ষুই আমার সঙ্গে যাইবে। সুমন স্থবির ভিক্ষুগণকে ভগবানের আদেশ শুনাইয়া দিলেন। ঋদ্ধিমান এক লক্ষ অর্হৎ ভিক্ষু ভগবানের সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। যথাসময়ে ভগবান ভিক্ষুগণ পরিবৃত হইয়া আকাশ পথে চলিলেন। নক্ষত্র পরিবৃত পূর্ণচন্দ্র যেইরূপ শোভাপ্রাপ্ত হয়, গগন পথে ভিক্ষুগণ পরিবৃত ভগবানও তদ্রূপ শোভা পাইতে লাগিলেন।

পৃথিবীন্ধর নাগরাজ নাগপরিষদের সহিত ভগবানকে প্রত্যুদ্‌গমনের জন্য সমুদ্রের উপর আসিলেন। ভিক্ষু-সংঘ পরিবৃত ভগবান মণিবর্ণ সমুদ্র তরঙ্গ মর্দ্দন করিয়া আসিতে দেখিয়া নাগরাজ বিস্ময় বিমুগ্ধ হইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন– আদিতে ত্রিলোক-গুরু ভগবান সম্যক-সম্বুদ্ধ; অন্তে ভগবানের পুত্র উপরেবত নামক শ্রামণের। ক্ষুদ্র বালক উপরেবতের এইরূপ ঋদ্ধি ও অনুভাব দেখিয়া নাগরাজ বিশেষ আশ্চর্য্যবোধ করিলেন। ইনি যে ভগবানের পুত্র তাহা তিনি জানেন না। তিনি চিন্তা করিলেন– "অন্যান্য শ্রাবকদের এইরূপ ঋদ্ধিশক্তি আশ্চর্য্য জনক না হইলেও, কিন্তু এই সুকোমল ক্ষুদ্র বালকের ঋদ্ধিশক্তি অতিশয় আশ্চর্য্য জনক।" এই চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার হৃদয় প্রীতিরসে পূর্ণ হইল ও শ্রামণেরের প্রতি অগাধ ভক্তির উদ্রেক হইল।

যথাসময়ে ভগবান ভিক্ষুসংঘ সমভিব্যাহারে নাগভবনে উপনীত হইলেন। তথায় সুসজ্জিত বুদ্ধাসনে উপবেশন করিলেন; পরে ভিক্ষুসংঘ তাঁহাদের যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট হইলেন। উপরেবতের আসন ভগবানের সম্মুখ ভাগে পড়িল। নাগরাজ

খাদ্যাদির প্রত্যেক বস্তু পরিবেশন করিবার সময় একবার ভগবানের দিকে, আর একবার উপরেবতের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। উপরেবতের শরীরে ভগবানের ন্যায় বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ সমূহ পরিস্ফুট হইতেছে। ভগবানের বর্ণের সঙ্গে উপরেবতের বর্ণ মিলিয়া যাইতেছে। ভগবানের মুখের চেহারা ও কমনীয়তা উপরেবতের মুখের চেহারা ও কমনীয়তার সঙ্গে সামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে। ভগবানের শরীর সোনার বরণ, উপরেবতের শরীরও সোনার বরণ। এইরূপে ভগবানের সঙ্গে উপরেবতের তুলনা করিতে করিতে নাগরাজের কৌতুহল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ইহার কারণ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি চিন্তা করিলেন– এই শ্রামণেরটিকে ভগবানের ন্যায় দেখাইতেছে; বর্ণলক্ষণও প্রায়ই মিলিয়া যাইতেছে; ইনি ভগবানের কোন সম্পর্কীয় হইবেন না কি? এইরূপ চিন্তা করিয়া অনতিদূরে উপবিষ্ট একজন ভিক্ষুর নিকট এই ব্যাপারে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন– "ভন্তে, এই শ্রামণেরটি ভগবানের কি সম্বন্ধ হন?" ভিক্ষু কহিলেন– "উনি ভগবানের পুত্র।"

তখন নাগরাজ চিন্তা করিলেন– "অহো ! কি সমুজ্জ্বল শরীর বর্ণ, ভগবানের বর্ণের সহিত মিশিয়া যাইতেছে। একান্তই ইনি মহাপুণ্যের ফলে এই অনুপম রূপ-যশঃ প্রাপ্ত ভগবানের পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়াছেন। আমিও ভবিষ্যতে এইরূপ একজন বুদ্ধের পুত্র হইতে পারিলে নিজকে ধন্য মনে করিব। বুদ্ধপুত্র হইবার জন্য নিশ্চয়ই আমি কুশল কর্ম্ম সঞ্চয় করিব।" এইরূপ চিন্তা করিয়া নাগরাজ সেইদিন তথাগত প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দিব্য খাদ্য-ভোজ্যের দ্বারা উত্তমরূপে ভোজন করাইলেন। আহার কার্য্য সমাপ্ত হইলে তিনি ভগবানকে পুনরায় এক সপ্তাহের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন।

নাগরাজ এখন তদ্গত প্রাণ। কিরূপ তিনি বুদ্ধ-পুত্র হইতে পারেন, সেই চিন্তাতেই তিনি নিমগ্ন। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপে তৃষিত চাতক যেমন বাদল ধারার জন্য আকুল হয়, সেইরূপ নাগরাজও বুদ্ধ-পুত্র হইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। তাহাই তাঁহার একমাত্র কামনা, তাহাই একমাত্র সাধনা, একান্তই তাহা পাইতে হইবে, না পাইলে তাঁহার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত থাকিবে।

সপ্তাহকাল যাবৎ বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু সঙ্ঘকে মহাদান দিয়া সপ্তম দিবসে নাগরাজ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন– "প্রভু ভগবান, এই যে আমি সপ্তাহকাল মহাদান দিয়াছি, তাহা দেবসম্পত্তি অথবা ব্রহ্ম-সম্পত্তি লাভের জন্য নহে; এই দান প্রভাবে ভবিষ্যতে যেন এই উপরেবতের ন্যায় আমিও একজন বুদ্ধের পুত্র হইয়া উৎপন্ন হইতে পারি।"

তখন ভগবান দিব্য জ্ঞানে ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া দেখিতে পাইলেন–ইনি সফল মনোরথ হইবেন। তিনি তাহা প্রকাশ করিয়া কহিলেন– "হ্যাঁ মহারাজ, আপনার বাসনা পূর্ণ

হইবে। ভবিষ্যতে গৌতম নামক বুদ্ধ উৎপন্ন হইবেন; আপনি তাঁহার পুত্র হইয়া জন্ম ধারণ করিবেন। তখন আপনার নাম হইবে রাহুল কুমার।" ভগবান এই ভবিষ্যৎ বাণী প্রকাশ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

নাগরাজ বুদ্ধের শ্রীমুখ নিঃসৃত এই ভবিষ্যৎ বাণী শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন– "বুদ্ধের বাক্য অমোঘ, অখণ্ডনীয় বুদ্ধ বাক্য কদাচ বৃথা হইবার নহে। নিশ্চয়ই আমি বুদ্ধ-পুত্র হইব।" এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি আনন্দে অধীর হইলেন; এবং সেই হইতে পুণ্য কাজের প্রতি আরও বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিলেন।

পদুমুত্তর বুদ্ধ শত সহস্র ক্ষীণাসব পরিবৃত হইয়া নাগভবন হইতে স্বীয় আবাসস্থানে উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধ গন্ধকুটিতে প্রবেশ করিয়াই ভিক্ষুগণকে ডাকাইলেন। ভিক্ষুরা আসিয়া ভগবানের পরিবেষ্টন করিয়া বসিলেন। ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া নাগরাজ সম্বন্ধে এই ভবিষ্যবাণী প্রকাশ করিলেন– "হে ভিক্ষুগণ, এই সপ্তাহ কাল যাবৎ যেই নাগরাজ মহাদান দিয়াছে, তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বর্ণনা করিব; তাহা তোমরা মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ কর –

এই নাগরাজ কৃতপুণ্যের প্রভাবে বহু সহস্রবার দেবলোকে উৎপন্ন হইবে। আকাশে তাহার চির অভিলষিত স্বর্ণময়, মণিময়, বৈদূর্য্যময় বিমান উৎপন্ন হইবে। চৌষট্টিবার ইন্দ্ররাজ রূপে দেবরাজ্যে রাজত্ব করিবে। এক সহস্রবার চক্রবর্ত্তী রাজা হইবে। এই হইতে একবিংশতম কল্পে ক্ষত্রিয় কুলে উৎপন্ন হইয়া 'বিমল' নাম ধারণ করিবে। বিমল চারি মহাদ্বীপের একছত্র চক্রবর্ত্তী রাজা হইবে। তখন তাহার রেণুবতী নামক নগর হইবে। রাজধানীর চারিপার্শ্বে ইষ্টক দ্বারা উত্তমরূপে প্রাচীর বেষ্টন করা হইবে। তাহা দৈর্ঘ্যে তিনশত যোজন এবং প্রস্থে তিনশত যোজন হইবে। তাহার সপ্ত রত্নে বিভূষিত সুদর্শন নামক প্রাসাদ বিশ্বকর্ম্মা দেবপুত্রের দ্বারা নির্ম্মিত হইবে, সেই সমৃদ্ধশালী নগর বিদ্যাধর সমাকীর্ণ ও দেবগণের লীলা ভূমি হইবে। সেই জন্মের পর দেব-মনুষ্য লোকে সঞ্চরণ করিয়া কশ্যপ বুদ্ধের সময় মহাপ্রতাপশালী কীকিরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র রূপে উৎপন্ন হইবে। তখন তাহার নাম হইবে পৃথিবীন্ধর কুমার। সেই জন্মে বহু পুণ্য সঞ্চয় করিয়া দেবলোকে উৎপন্ন হইবে। এই হইতে জাত গৌতম গোত্রে গৌতম নামক বুদ্ধ উৎপন্ন হইবেন। তখন সেই পৃথিবীন্ধর দেবপুত্র তুষিত দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া গৌতমের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবে। তাহার নাম হইবে রাহুল কুমার। যদি সে গৃহবাসে থাকে, চক্রবর্ত্তী রাজা হইবে। গৃহবাসে থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব; গৃহ হইতে নিষ্ক্রমণ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে। কীকি পক্ষী তাহার অণ্ড যেইরূপভাবে রক্ষা করে; চামরী স্বীয় বালধি যেইরূপ ভাবে রক্ষা করে; রাহুলও সেইরূপ উত্তমরূপে শীল রক্ষা করিবে। অনন্তর সেই রাহুল অর্হৎ হইবে। এইভাবে পদুমুত্তর বুদ্ধ ভিক্ষুদের নিকট পৃথিবীন্ধর

নাগরাজের ভবিষ্যৎবাণী প্রকাশ করিলেন।

অর্দ্ধ মাস অতীত হইল; পৃথিবীন্ধর নাগরাজ বিরূপাক্ষ নাগরাজের সহিত ইন্দ্ররাজের পরিচর্য্যার্থ গমন করিলেন। তিনি ইন্দ্ররাজের নিকট উপস্থিত হইলেন, ইন্দ্ররাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন– "কেমন বন্ধু, দেবলোকে উৎপন্ন হইবার জন্য বুদ্ধের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে কি?" "না বন্ধু, প্রার্থনা করি নাই।" "কেন কোন্ দোষ দেখিয়া?" "মহারাজ, দোষ কিছুই নাই, সেদিন আমি ভগবানের পুত্র উপরেবত শ্রামণেরকে দেখিয়াছি। তাঁহাকে দেখা অবধি আমার চিত্ত আর অন্য কোন স্থানে উৎপন্ন হয় নাই। তাই আমি ভবিষ্যতে উপরেবতের ন্যায় কোনও বুদ্ধের পুত্র হইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছি। মহারাজ, আপনিও একটা প্রার্থনা করুন, যাহাতে আমরা জন্মে জন্মে পৃথক না হই।

একদা ইন্দ্ররাজ শ্রদ্ধা-প্রব্রজিতের শীর্ষস্থান লাভী একজন মহানুভব সম্পন্ন ভিক্ষুকে দেখিতে পাইয়া তিনিও কোন একজন বুদ্ধের শাসনে শ্রদ্ধা-প্রব্রজিতের শীর্ষস্থান লাভের জন্য ব্যাকুল চিত্ত হইলেন। অনন্তর তিনি সেই পদুমুত্তর বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সপ্তাহ কাল বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু সংঘকে মহাদান দিয়া বুদ্ধের নিকট সেই পদ প্রার্থনা করিলেন। তখন ভগবান দিব্য জ্ঞানে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে জানিয়া প্রকাশ করিয়া কহিলেন– "দেবরাজ, আপনি ভবিষ্যতে গৌতম শাসনে শ্রদ্ধা-প্রব্রজিতের শীর্ষস্থান লাভ করিতে পারিবেন। তখন আপনার নাম হইবে– "রট্ঠপাল।"

অনন্তর ইন্দ্ররাজ ও নাগরাজ উভয় বন্ধু সেই জন্ম হইতে চ্যুত হইয়া দেব মনুষ্য লোকে বহু সহস্র জন্ম সঞ্চরণ করিলেন। কশ্যপ বুদ্ধের সময় পৃথিবীন্ধর নাগরাজ মহাপ্রতাপশালী কীকিরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র হইয়া উৎপন্ন হইলেন। তাঁহার নাম হইল পৃথিবীন্ধর কুমার। যথাকালে পৃথিবীন্ধর কুমার উপরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। শ্রমণী, শ্রমণগুপ্তা, ভিক্ষুণী, ভিক্ষাদায়িকা, ধর্ম্মা, সুধর্ম্মা ও সঙ্ঘদাসী নাম্নী তাঁহার সাতজন কনিষ্ঠা ভগ্নী ছিলেন। গৌতম বুদ্ধের সময় তাঁহারা অনুক্রমে ক্ষেমা, উৎপলবর্ণা, পটাচারা, গৌতমী, ধর্ম্মদিন্না, মহামায়া ও বিশাখা নাম ধারণ করিয়াছিলেন। সাতভগ্নী কশ্যপ বুদ্ধের জন্য সাতখানা পরিবেণ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। একদা কুমার ভগ্নীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন– "হে ভগ্নিগণ, তোমরা সাতখানা পরিবেণ নির্ম্মাণ করাইয়াছ; তাহা হইতে একখানা আমাকে দাও। সেই পরিবেণের যাবতীয় কর্ত্তব্য কাজ আমি সম্পাদন করিব।"

ভ্রাতার কথা শুনিয়া ভগ্নীগণ কহিলেন– "দাদা, আপনি ঔপরাজ্য লাভ করিয়াছেন, আপনার মুখে কি এই কথা শোভা পায়! আপনারই আমাদের দেওয়া কর্ত্তব্য; তাহা না হইয়া আপনি নাকি আমাদের নিকট চাহিতেছেন; এ কেমন কথা দাদা! আপনি

সামর্থ্যবান; যদি পারেন, আমারে জন্য আরও কয়েকখানা পরিবেণ নির্ম্মাণ করাইবেন।"

কুমার ভগ্নীদের কথা যুক্তিপূর্ণ মনে করিলেন। "স্বীয় কুশল চেতনায় সম্পাদিত সৎকার্য্যের ফলও মহৎ হইবে।" এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজ কুমার পাঁচশত খানা পরিবেণ নির্ম্মাণ করাইলেন। বিহারে অবস্থানকারী ভিক্ষু-সংঘের যাবতীয় অভাব পরিপূরণের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তিনি দান ধর্ম্মে খুব প্রীতি এবং শীল পালনে অতীব আনন্দ অনুভব করিতেন। অনন্তর তাঁহার মৃত্যু হয়, মৃত্যুর পর তুষিত দেবলোকে উৎপন্ন হন। তথায় তিনি পৃথিবীন্ধর দেব-পুত্র নামে অভিহিত হইলেন।

পূর্ব্ব-পরিচয় সমাপ্ত।

রাহুলের জন্ম

সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত বহুশত সৌধমালা পরিশোভিত জন-বহুল শস্য-শ্যামলা সুবিশাল কপিলবস্তু শাক্যকুল চূড়ামণি মহারাজ শুদ্ধোদনের রাজধানী ছিল। তাঁহার দুই মহিষী, প্রধানা মহিষী মহামায়া ও দ্বিতীয়া মহিষী মহাপ্রজাবতী গৌতমী। মহামায়াদেবীর গর্ভে বোধিসত্ব সিদ্ধার্থ কুমারের জন্ম হয়। বোধিসত্বের জন্মের সপ্তম দিবসে মহামায়ার মৃত্যু হয়। মহামায়ার মৃত্যুর পর মহাপ্রজাবতী গৌতমী পাটরাণী হইলেন।

আশৈশব সিদ্ধার্থ কুমারের চিত্ত সদাই বিবেকপ্রিয়। কুমার যাহাতে বিলাস-ভোগে মত্ত থাকে, তাই মহারাজ পুত্রের চিত্ত বিনোদনের জন্য নৃত্যগীতপটীয়সী সুচারু-বদনা নর্ত্তকী বৃন্দ সর্ব্বদা নিযুক্তা রাখিতেন। কিন্তু তাঁহার সকল আয়োজন বৃথা হইল। কুমারের বৈরাগ্য ভাব দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রাজা-রাণী তজ্জন্য বিশেষ চিন্তিত। অগত্যা পুত্রকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন। সুপ্রবুদ্ধের কন্যা অপরূপ রূপলাবণ্য সম্পন্না অনিন্দ্য-সুন্দরী যশোধরার সহিত যথাসময়ে মহাসমারোহে পরিণয়োৎসব সুসম্পন্ন হইল। সুচতুরা পতিব্রতা যশোধরা পতির মনস্তুষ্টির জন্য সর্ব্বদা বিব্রতা থাকিত। পতিগতপ্রাণা সতী-শিরোমণি যশোধরার পতিভক্তিতে কুমার সন্তুষ্ট হইলেন।

এখন পৃথিবীন্ধর দেব-পুত্র তুষিত দেবলোক হইতে চ্যুত হইবার সময় উপস্থিত। তাঁহার পূর্ব্ব প্রার্থনানুযায়ী দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া বোধিসত্ব সিদ্ধার্থ কুমারের প্রিয়তমা পত্নী যশোধরার গর্ভে তিনি উৎপন্ন হইলেন। যশোধরা অন্তঃসত্ত্বা হইলেন।

'রাহুলের জন্ম, বন্ধনের জন্ম' ঃ- কুমার রাহুলের জন্মে রাজকুমার সিদ্ধার্থের উক্তি।

এই শুভ সংবাদে রাজা-রাণী অভিশয় আনন্দিত। গর্ভে সুরক্ষার জন্য বহু পরিচারিকা নিযুক্ত করিয়া দিলেন। দেবী যশোধরা দশমাস অতি যত্নে গর্ভ রক্ষা করিলেন। অনন্তর আষাঢ়ী পূর্ণিমা দিবসে দেবী সুবর্ণ প্রতিমা সদৃশ সমুজ্জ্বল, প্রশান্ত মূর্ত্তি সমন্বিত এক পুত্র-রত্ন প্রসব করিলেন।

আজ রাজপুরীতে আনন্দ উল্লাসের সাড়া পড়িয়া গেল। অন্তঃপুর বাসীনীদের আনন্দ কল্লোল, মুর্হূ মুহুঃ হুলুধ্বনি আকাশ পাতাল ভেদ করিয়া সুমধুর শঙ্খধ্বনি ও কাঁসা-ঘন্টাদি বিবিধ মাঙ্গলিক বাদ্য ঝঙ্কারে দিগ্‌দিগন্ত প্রকম্পিত হইয়া উঠিল।

রাজা শুদ্ধোদন প্রাণ প্রতিম পৌত্রের দেব-দুর্ল্লভ রূপ-মাধুরীপূর্ণ মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া আনন্দে বিভোর হইলেন। তিনি তখন এই আনন্দ-বার্তা জানাইবার জন্য পুত্রের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন।

তখন সিদ্ধার্থ কুমার ছিলেন রাজোদ্যানে। তথায় তিনি অন্তিম সাজে সাঁজিয়েছিলেন। অন্তিম জন্ম-লাভী বোধিসত্বগণ মহাভিনিষ্ক্রমণ দিবসে বিবিধ দিব্যালঙ্কার-বস্ত্রে উত্তম রূপে সজ্জিত হন। ইহা তাঁহাদের অন্তিম বিভূষণ।

ইতিপূর্ব্বে সিদ্ধার্থ কুমার উদ্যান ভ্রমণে বহির্গত হইয়া জরা-ব্যাধি-মৃত্যু এই নিমিত্তত্রয় দেখিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার পূর্ণ বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। সে দিন না কি তিনি উদ্যান ভ্রমণে যাইয়া দেখিলেন– পীত বসনধারী এক সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী অতীব শান্ত ও সুসংযত; ধীরপদ বিক্ষেপে পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতেছেন।

কুমার সন্ন্যাসীকে দেখিয়াই সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন– "হে সারথি, ঐ যে দেখিতেছি পীতবস্ত্র পরিহিত, শান্ত, সুসংযত লোকটি অধঃ দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন, উনি কে?" সারথি কহিল– "দেব, উনি একজন সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী।"

সারথি দেবতার প্রভাবে বিশদ ভাবে প্রব্রজ্যার গুণ বর্ণনা করিলেন। সিদ্ধার্থ কুমার সারথির মুখে যতই প্রব্রজ্যার গুণ কাহিনী শুনিতে লাগিলেন, ততই আকৃষ্ট হইলেন। এইরূপে প্রব্রজ্যার প্রতি তাঁহার চিত্ত অত্যধিক আগ্রহান্বিত হইল। তিনি সঙ্কল্প করিলেন–"নিশ্চয়ই আমি অদ্য রজনীতে অভিনিষ্ক্রমণ করিব।" এইরূপ চিন্তা করিয়া বোধিসত্ব উদ্যানের মঙ্গল পুষ্করিণীতে গমনপূর্ব্বক স্নান করিলেন।

তখন দিবাকর অস্তাচলের পশ্চিম পার্শ্বদিয়া অন্তহিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে আষাঢ়ের পূর্ণচন্দ্রের অমল ধবল জ্যোৎস্নারাশি পৃথিবীর বিস্তৃত বক্ষ আলোকিত করিয়া পূর্ব্বাকাশে দেখা দিল। চন্দ্রের শান্তোজ্জ্বল কিরণচ্ছটা প্রত্যেক বৃক্ষ-লতা পুষ্প-পল্লবে পতিত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিল।

সিদ্ধার্থ কুমার ধীরে ধীরে উদ্যান মধ্যস্থ মঙ্গল শিলার উপর যাইয়া বসিলেন।

পরিচালকের বিবিধ বিচিত্র বর্ণের বহুমূল্য বস্ত্র, মণি-মাণিক্য খচিত বিবিধ অলঙ্কার ও মালা-গন্ধ-বিলেপনাদি হস্তে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। ঠিক সেই সময় ইন্দ্ররাজের শিলাসন উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। ইহার কারণ সিদ্ধান্ত করিতে যাইয়া তিনি দিব্য-চক্ষে দেখিলেন– "বোধিসত্বকে অলঙ্কৃত করিবার সময় উপস্থিত।" তখন তিনি বিশ্বকর্ম্মা দেবপুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন– "হে তাত, বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থ কুমার অদ্য নিশীথে মহাভিনিষ্ক্রমণ করিবেন। আজ তাঁহার অন্তিম সজ্জা তুমি উদ্যানে যাইয়া মহাপুরুষকে দিব্যালঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া আস।'

ইন্দ্ররাজের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বিশ্বকর্ম্মা দেবপুত্র দৈব-শক্তিবলে সিদ্ধার্থ কুমারের পরিচিত নাপিত বেশ ধারণ পূর্ব্বক তৎমূহূর্তে উদ্যানে উপস্থিত হইলেন। দেবপুত্র পরিচারকদের হস্ত হইতে বেষ্টনী বস্ত্র লইয়া বোধিসত্বের মস্তক বেষ্টন করিতে আরম্ভ করিলেন। বিশ্বকর্ম্মার হস্ত স্পর্শ মাত্রই বোধিসত্ব জানিতে পারিলেন–"ইনি মনুষ্য নহেন, কোন এক দেবপুত্র হইবেন।"

বিশ্বকর্ম্মা দেবপুত্র দেবঋদ্ধি প্রভাবে অতি শীঘ্র সিদ্ধার্থ কুমারকে বিচিত্র দিব্যবস্ত্র ও দিব্যালঙ্কারে সুসজ্জিত করিলেন। তখন সিদ্ধার্থ কুমার দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য শোভা পাইতে লাগিলেন। মণ্ডন কার্য্য শেষ হওয়ার পর সিদ্ধার্থ রথে আরোহণ করিলেন।

এমন সময় তিনি দূত মুখে শুনিলেন–"তাঁহার একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে।" এই সংবাদ শুনিয়াই তাঁহার অন্তরে পুত্র স্নেহের অমিয়ধারা প্রবাহিত হইল। পুত্র স্নেহের কি যে মোহিনী শক্তি অনুভব করিয়া বুঝিতে পারিলেন– "এই বন্ধন দৃঢ় হইবার পূর্ব্বেই ছিন্ন করিতে হইবে। নিশ্চয়ই আমি অদ্য রজনীতে অভিনিষ্ক্রমণ করিব। তখন তিনি আবেগ ভরে বলিয়া উঠিলেন–"রাহুল উৎপন্ন হইয়াছে, বন্ধন উৎপন্ন হইয়াছে।'

অনুচর পরিবৃত কুমার মনোরম শ্রীসৌভাগ্যের সহিত দর্শকের নয়ন-মনের তৃপ্তি সম্পাদন করিতে করিতে নগরে প্রবেশ করিলেন। সেই সময় সিদ্ধার্থ কুমারের পিসতুতা ভগ্নী কৃশা গৌতমী নাম্নী ক্ষত্রীয় কন্যা ত্রিতল প্রাসাদোপরি দণ্ডায়মানা থাকিয়া নগরের দৃশ্যাবলী অবলোকন করিতেছিলেন। তখন তিনি সিদ্ধার্থ কুমারের অনুপম রূপ-লাবণ্য দর্শনে বিমুগ্ধা হইলেন। তাঁহার হৃদয়খানি প্রীতি রসে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি আকুল প্রাণে গাহিলেন –

"নিশ্চয় নিবৃত সেই মাতার অন্তর,
যে মাতা লভে'ছে এই পুত্র গুণধর।
নিশ্চয় নিবৃত সেই পিতার অন্তর,
যে পিতা লভে'ছে এই পুত্র রত্নাকর।
নিশ্চয় নিবৃত সেই নারীর অন্তর,
যে নারী লভে'ছে এই পতি রূপধর।"

সিদ্ধার্থ কুমার 'নিবৃত' শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। নিবৃত! নিবৃত হওয়াইত বাঞ্ছনীয়। জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু দুঃখের নির্ব্বাপণই নিবৃত। অহো! কি অমৃত পদ! কি আনন্দময়ী বাণী! ইনি আমাকে নিবৃত পদ শ্রবণ করাইলেন; অমৃতপদ শ্রবণ করাইলেন। এই চিন্তা করিয়া কুমার অতি আনন্দের সহিত নিজের গলদেশ হইতে বহুমূল্য মুক্তাহার মোচন করিয়া তাঁহার নিকট উপঢৌকন পাঠাইলেন। অতঃপর কুমার সেই নিবৃতপদ চিন্তা করিতে করিতে রাজপুরীতে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে দূত আসিয়া মহারাজ শুদ্ধোদনকে কহিল– "মহারাজ, আপনার পুত্রকে শুভ সংবাদ শুনাইয়াছি। কুমার সংবাদ শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন– "রাহুল উৎপন্ন হইয়াছে, বন্ধন উৎপন্ন হইয়াছে।" রাজা কহিলেন–"তাহা হইলে আমার পৌত্র অদ্য হইতে 'রাহুল' নামে অভিহিত হইবে।"

তখন রাত্রি নিশীথ সময়। পূর্ণ শশাঙ্কের ধবল জ্যোৎস্নায় ধরিত্রী জ্যোৎস্নাময়ী। পুরবাসী সকলেই নিদ্রিত। কোথাও জন মানবের সাড়া-শব্দ নাই। কেবল সিদ্ধার্থ কুমার জাগ্রত। আজ নিদ্রাদেবী তাঁহাকে ছাড়িয়া বহু দূরে পলায়ন করিয়াছে। তিনি চিন্তা করিলেন– "অহো! কিসুখদা জ্যোৎস্নাময়ী রজনী, চন্দ্রিমার উজ্জ্বল আলোকে ধরিত্রী আলোকিতা, দিগ্‌মণ্ডল কি অপরূপ সাঁজে সুসজ্জিত, এখন গভীর রজনী, সকল দিক নীরব-নিথর, এই আমার অভিনিষ্ক্রমণের সুযোগ, যাইবার সময় একবার প্রিয় পুত্রকে দেখিয়া যাই।" এই চিন্তা করিয়া কুমার ধীর-মন্থর গমনে যশোধরার শয়ন কক্ষে উপস্থিত হইলেন। কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন–প্রিয়তমা পত্নী যশোধরা নয়নানন্দ নবজাত শিশুকে বাহুপাশে আবদ্ধ রাখিয়া গভীর নিদ্রাভিভূতা। শিশুও মায়ের বুকে সুখ-নিদ্রায় অভিভূত। কুমার পুত্রকে দেখিয়াই পুত্রস্নেহে আকৃষ্ট হইলেন। একবার ইচ্ছা হইল, পত্নীর বাহুপাশ হইতে পুত্রকে কোলে তুলিয়া লই। আবার ভাবিলেন–পত্নী জাগ্রত হইলে গমনের পথে বাধা পড়িবে, এই ভয়ে তিনি সেই প্রবলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া চিন্তা করিলেন– তাঁহার প্রাণের এই ব্যাকুলতা উপলব্ধি করিয়া চিন্তা করিলেন– "আর না, স্নেহ পাশ এইবার ছিন্ন করিতেই হইবে। এখন যাইবার সময়, বিলম্বের আর প্রয়োজন নাই; যাহার জন্য এই ত্যাগ, তাহা লাভ হইলে আবার আসিব; সেই অমৃত ইহাদিগকে বিলাইয়া দিব।" এই চিন্তা করিয়া কুমার ধীরপদ বিক্ষেপে প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিলেন। বাহিরে আসিয়া সারথিকে নিদ্রা হইতে জাগাইয়া কন্থক নামক অশ্ব সজ্জিত করাইলেন। কুমার সেই গভীর রাত্রিতে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অভিনিষ্ক্রমণ করিলেন।

–ঃ ০০ ঃ–

রাহুলের বাল্য জীবন

শাক্যরাজ্যের গৌরবমুকুট মহারাজ শুদ্ধোদনের বিশাল রাজ্যে তাঁহার একমাত্র প্রিয় রাহুল। রাহুল তাঁহার প্রাণ, রাহুল তাঁহার জীবন। রাহুলকে এক মুহূর্ত না পাইলে তাঁহার স্বস্তি বোধ হয় না। সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগে রাজা বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। এখন রাহুলকে পাইয়া শোকের কথঞ্চিৎ লাঘব করিলেন।

রাহুলের তত্ত্বাবধানের ভার পড়িল দিদিমা গৌতমীর উপর। প্রজাবতী গৌতমী রাহুলকে কোলে নিতে পারিলেই তাঁহার প্রাণটা যেন শীতল হইয়া যাইত। দিদিমার কত আদর, কত স্নেহ, কে তার ইয়ত্তা করে। দিদিমার নিজের হাতে স্নান না করাইলে, না খাওয়াইলে রাহুলের যেন তৃপ্তি হয় না।

রাহুল রাজা-রাণীর একমাত্র পৌত্র, তাই বিশাল রাজপুরীর মধ্যে তাঁহাকে কে পায়। তিনি সকলের আদরের পাত্র, সকলেই তাঁহার সুখের জন্য লালায়িত। তাঁহার অমিয় মাখা সরলমৃদু হাসিতে সকলের প্রাণে প্রীতির সঞ্চার করিত।

যশোধরা প্রাণ-প্রতিম পুত্রের হাসি-মাখা চন্দ্রোপম মুখ-কান্তি দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দ অনুভব করিতেন। পুত্র যখন আধ আধ স্বরে মা মা বলিয়া উঠে, তখন মায়ের প্রাণ আনন্দে নাচিতে থাকে। স্বামী বিরহ কাতরা যশোধরা প্রাণ সর্ব্বস্ব প্রিয়পুত্র রাহুলকে বুকে রাখিয়া, ঘন ঘন স্নেহ-চুম্বন দ্বারা সেই বিরহ যাতনার লাঘব করিতে চেষ্টা করিতেন।

সর্ব্বসুখে সৌভাগ্যবান রাহুল স্বর্গের অলকমন্দা সদৃশ সুশোভিত পরম রমণীয় বিশাল রাজান্তঃপুরে সকলের আদর-যত্নের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

রাহুল এখন সপ্তম বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার নিকট বাল-স্বভাব সুলভ-চপলতার কোন চিহ্ন মাত্র নাই। তিনি স্বভাবতঃ ধীর ও শান্ত প্রকৃতির তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ বিনম্র ভাব সকলকে বিমোহিত করিতে লাগিলেন। তিনি প্রিয়-মধুর বাক্যে সকলের সহিত আলাপ করিতে ভালবাসেন। দিন-ভিখারী দেখিলে তাঁহার অন্তর কাঁদিয়া উঠে, পিতামহকে বলিয়া দুঃখিতের দুঃখ মোচন করিতে পারিলে তিনি পরম সন্তোষ লাভ করেন। রাহুল মাতা প্রিয়পুত্রের এই সদ্‌গুণাবলী দর্শন করিয়া আনন্দে আত্মহারার ন্যায় হইতেন।

মহারাজ শুদ্ধোদন একদিন শুনিতে পাইলেন–"পুত্র সিদ্ধার্থ কুমার ছয় বৎসর কঠোর তপস্যার পর সম্বুদ্ধত্ব জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। তিনি এখন আসিয়া রাজগৃহে পুত্রকে

রাজকুমার সিদ্ধার্থের মহাঅভিনিষ্ক্রমণ।

দেখিবার জন্য উত্থলা হইয়া–পুত্রকে আনিবার জন্য নয় সহস্র অনুচরের সহিত ক্রমান্বয়ে নয়জন অমাত্যকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহই ফিরিয়া আসিলেন না। তাঁহারা যাইয়া বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং অরত্ব লাভ করিয়া ধ্যানে নিমগ্না রহিলেন। রাজাকে একটু সংবাদ পর্য্যন্তও কেহ দিলেন না। ইহাতে রাজা বিশেষ দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। অবশেষে কালুদায়ি নামক জনৈক বিশ্বস্ত অমাত্যকে সহস্র অনুচরের সহিত পাঠাইয়া দিলেন। তিনিও যাইয়া তাঁহার পরিষদের সহিত প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। তাঁহারাও অর্হৎ হইলেন। কালুদায়ি অর্হৎ হইয়া তাঁহার কর্ত্তব্যের কথা ভুলিলেন না; সময় বুঝিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পান করিবেন, ইহাই স্থির করিলেন।

তখন বসন্তকাল–মলয় পর্ব্বতের মৃদুমন্দ বায়ু হিল্লোলে ধরিত্রীর নবজীবন হইল; বৃক্ষ-লতা নব পুষ্প-পল্লবে পরিশোভিত হইল; সুসময়ের বন্ধু কোকিলগণ দূরদেশ হইতে ছুটিয়া আসিয়া কুহু কুহু তান জুড়িয়া দিল; সেই সুমধুর কুহু তান মানব প্রাণে এক অপূর্ব্ব ভাবের সৃষ্টি করিল।

সেদিন ফাল্গুনী পূর্ণিমা– কালুদায়ি আপন নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে বসিয়া চিন্তা করিলেন– "হেমন্ত অতিক্রান্ত, বসন্ত সমাগত, প্রকৃতি অপরূপ সাঁজে সুসজ্জিত, ভগবানের কপিলপুরে যাইবার এই উপযুক্ত সময়। এখন ভগবানকে একবার কপিলপুরে যাইবার কথা বলিয়া দেখি।" এই চিন্তা করিয়া কালুদায়ি বুদ্ধের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বন্দনা করিয়া বিনয়নম্র বচনে চরণ-প্রান্তে কহিলেন–"ভগবান, এখন হেমন্ত অতিক্রান্ত, বসন্ত সমাগত, এই সময় তত শীতও নাই, তত গরমও নাই। লোকেরা ক্ষেত্র হইতে পরিপক্ক শস্য কাটিয়া ঘরে তুলিয়াছে, এখন দুর্ভিক্ষ নাই, অন্ন-বস্ত্রে সকলেই সুখী। কপিলপুরে যাইবার এই উপযুক্ত সময়। কপিলপুরে যাইবার পথ অতিশয় রমণীয়, সুপ্রশস্ত রাজপথ, পথের উভয় পার্শ্বের বিস্তীর্ণ মাঠ শ্যামলবর্ণ নবদুর্ব্বাদলে পরিশোভিত হইয়া পথের বিচিত্র শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছে, দুই পার্শ্বের তরুলতা শ্রেণী নবপল্লবে ও ফল-পুষ্পে সুশোভিত, মধুকর গুণ গুণ রবে মধু আহরণে রত; গন্ধবহ মৃদু-মন্দ হিল্লোলে পুষ্প-গন্ধ বহন করিয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে, পাপীয়ার পিউ রব, কোকিলের কুহু ধ্বনি পথিকের কর্ণে সুধা বর্ষণ করিয়া সারা জগতে এক অপূর্ব্ব ভাবের সৃষ্টি করিতেছে। প্রভো, কপিলপুরে যাইবার এই উপযুক্ত সময়।" এইরূপে কালুদায়ি সুমধুর স্বরে ষষ্টিতম গাথায় কপিলপুর অভিযানের গুণ বর্ণনা করিলেন।

ভগবান কহিলেন–"কি হে উদায়ি, গমনের এত গুণ বর্ণনা কর কেন?" "ভন্তে, আপনার বৃদ্ধ পিতা আপনাকে দেখিবার জন্য আকুল প্রাণে প্রতীক্ষা করিতেছেন। আপনি দয়া করিয়া তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ করুন। আপনার পিতা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিলেন–"দেখ উদায়ি, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, কোন সময় যে মৃত্যু হয়, তাহা বলা যায় না, মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার পুত্রকে দেখিতে ইচ্ছা করি।" "হ্যাঁ উদায়ি, তাহা হইলে পিতৃদর্শনে যাইব।" ভগবান বিশ হাজার অর্হৎ ভিক্ষু পরিবৃত হইয়া কপিল নগর অভিমুখে সশিষ্যে যাত্রা করিলেন।

–ঃ ০০ ঃ–

রাহুলের পিতৃ পরিচয়

বসন্তের প্রাতঃকাল–কপিল নগরের হর্ম্ম্যমালার শিরোপরি কনকোজ্জ্বল রশ্মিমালা বর্ষণ করিতে করিতে দিনমণির আবির্ভাব হইল; প্রকৃতি দেবী তাহার প্রতি অঙ্গে হেমময় রশ্মি বিভূষণে ভূষিত হইয়া যেন হাস্য করিতেছে; বসন্তের প্রভাত বায়ু মৃদুমন্দ হিল্লোলে সকলের প্রাণে যেন এক নবজাগরণের সাড়া দিয়া চলিয়া যাইতেছে; বসন্ত সমাগমে শ্রীসৌভাগ্য সম্পন্ন কপিল নগর পুরন্দর রাজ্য অমরাবতীর ন্যায় শোভা সম্পন্ন হইল; বিস্তৃত রাজপথের উভয় পার্শ্বে সম্বর্দ্ধন করিতেছে। সেই সুর-নগর তুল্য সমৃদ্ধ কপিলপুরের রাজ-পথে আজ হঠাৎ একি দৃশ্য! যাহা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত-সকলেই বিমোহিত।

বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ প্রতিমণ্ডিত, অশীতি অনুব্যঞ্জন পরিশোভিত, কনকোজ্জ্বল ষড়রশ্মিযুক্ত বুদ্ধ নক্ষত্র পরিবৃত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বিংশতি সহস্র অর্হৎ ভিক্ষু পরিবৃত হইয়া বুদ্ধ-লীলায় দর্শকবৃন্দের নয়ন-মন পরিতৃপ্ত করিতে করিতে ভিক্ষা-পাত্র হস্তে নগরবাসীর দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই সংবাদ তড়িৎ-বেগে নগরের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্তে ছড়াইয়া পড়িল। এই আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিবার মানসে দলে দলে লোক ছুটিয়া আসিল। দর্শকবৃন্দ দ্বিতল ত্রিতল প্রাসাদের উপর উঠিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল।

ক্রমাগত এই সংবাদ রাহুল-মাতার কর্ণগোচর হইল। তিনি চিন্তা করিলেন–"আর্য্যপুত্র আশৈশব রাজভোগে প্রতিপালিত, তিনি নাকি আজ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছেন! যিনি

যশোধরা কর্তৃক রাহুলের পিতৃ পরিচয়- 'ঐ দেখ বৎস তব পিত নরসিংহ'।

এই রাজধানীতে স্বর্ণ শিবিকা ও চারি অশ্ব-যুক্ত রথে আরোহণ করিয়া বিচরণ করিতেন, তিনি নাকি আজ উত্তপ্ত রৌদ্রে পদব্রজে বিচরণ করিতেছেন! শুনিতেছি তিনি কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডণ করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন। তাঁহাকে কেমন শোভা পাইতেছে একবার দেখিয়া আসি।" এই চিন্তা করিয়া তিনি প্রিয় পুত্র রাহুলকে সঙ্গে করিয়া সপ্ততল প্রাসাদের উপর উঠিলেন। বুদ্ধকে দর্শন মানসে তিনি সিংহ-পঞ্জর বিবৃত করিয়া মাত্র বুদ্ধের স্নিগ্ধ শান্তোজ্জ্বল ষড়রশ্মিশ্রী মাতা-পুত্রের সর্ব্বাঙ্গে হেমবরণে প্রভাসিত করিয়া তুলিল। রাহুল-মাতা দেখিলেন–'বুদ্ধের শরীর-রশ্মি রাজপথ ও সৌধমালার উপর নিপতিত হইয়া বিচিত্র শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছে; বুদ্ধ বত্রিশ মহাপুরুষ-লক্ষণে প্রতিমণ্ডিত ও অশীতি অনুব্যঞ্জনে পরিশোভিত। সুপ্রসন্ন মুখ-মণ্ডল, শান্ত-দান্ত জ্যোতির্ম্ময় বিংশতি সহস্র ভিক্ষু পরিবৃত বুদ্ধ অনুপম বুদ্ধলীলায় বিচরণ করিতেছেন।' রাহুল-মাতা অচিন্তনীয়, অদৃষ্ট পূর্ব্ব এই বিস্ময়কর দৃশ্য অবলোকন করিয়া তাঁহার অনির্ব্বচনীয় প্রীতির সঞ্চার হইল। তিনি রাহুলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন–"দেখ বৎস, তোমার পিতা কেমন শোভা পাইতেছেন।"

রাহুল জিজ্ঞাসা করিলেন–"মা, কোন্‌টি আমার পিতা?"

তখন যশোধরা রাহুলকে পিতৃ-পরিচয় দিবার জন্য ভগবানের পদতল হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তক পর্য্যন্ত মহাপুরুষ লক্ষণ সমূহ সুললিত কণ্ঠে বর্ণনা করিতে লাগিলেন–

১। চক্ক বরঙ্কিত রত্ত সুপাদো
লক্‌খণ মণ্ডিত আয়ত পণিহ,
চামর ছত্ত বিভূসিত পাদো
এস হি তুযহ পিতা নরসীহো।

অঙ্কিত চক্রবর রঞ্জিত চরণ,
মণ্ডিত লক্ষণ বিস্তৃত পার্ষ্ণি;
চামর ছত্রচিহ্ন ভূসিত চরণ
ঐ দেখ বৎস তব পিত নরসিংহ।

২। সক্য কুমার বরো সুখুমালো
লক্‌খণ বিথত পুণ্ন সরীরো,
লোক হিতায় গতো নর বীরো
এস হি তুযহ পিতা নরসীহো।

শ্রীশাক্য কুমার অতি সুকুমার,
লক্ষণ পূর্ণিত সকল শরীর,

ত্রিলোক হিতার্থ গত নর-বীর,
ঐ দেখ বৎস তব পিতা নর-সিংহ।

৩। পুণ্ন সসঙ্ক নিভো মুখবণ্ণো
দেব নরান পিয়ো নর নাগো,
মত্ত গজিন্দ বিলাসিত গামী
এস হি তুযহ পিতা নরসীহো।

পূর্ণ শশাঙ্ক সম মুখ বর্ণ,
দেব-নর প্রিয় মানব মাতঙ্গ;
মত্ত গজেন্দ্র সম চারু গামী,
ঐ দেখ বৎস তব পিতা নরসিংহ।

৪। খত্তিয় সম্ভব অগ্গ কুলীনো
দেব-মনুস্স নমস্সিত পাদো,
সীল-সমাধি পতিট্ঠিত চিত্তো
এস হি তুযহ পিতা নরসীহো।

ক্ষত্রিয় সম্ভূত অগ্র কুলীন,
সুর-নর সর্ব্ব নমিত চরণ;
শীল আর সমাধিতে প্রতিষ্ঠিত চিত্ত,
ঐ দেখ বৎস তব পিত নরসিংহ।

৫। আয়ত যুত্ত সুসণ্ঠিত নাসো
গোপখুমো অভিনীল সুনেত্তো,
ইন্দধনু অভিনীল ভমূকো
এস হি তুযহ পিতা নরসীহো।

আয়ত যুক্ত সুগঠিত নাসা,
গোবৎস সদৃশ সুনীল সুনেত্র;
রামধনু সম অতি নীল ভ্রূ-যুগল,
ঐ দেখ বৎস তব পিতা নরসিংহ।

৬। বট্ট সুমট্ট সুসণ্ঠিত গীবো
সীহ-হনূ মিগরাজ সরীরো,
কঞ্চন সুচ্ছবি উত্তম বণ্ণো
এস হি তুযহ পিতা নরসীহো।

বর্ত্ত সুমসৃণ সুগঠিত গ্রীবা,
প্রশস্ত সিংহ-বপু মৃগেন্দ্র শরীর;
কাঞ্চন সম চর্ম্ম উত্তম বর্ণ,
ঐ দেখ বৎস তব পিত নরসিংহ।

৭। সিনিদ্ধ সুগম্ভীর মঞ্জু সুঘোসো
হিঙ্গুল বন্ধু সুরত্ত সুজিবেহা,
বীসতি বীসতি সেত সুদন্তো
এস হি তুযহ পিতা-নরসীহো।

স্নিগ্ধ সুগম্ভীর সুমধুর ঘোষ,
হিঙ্গুল সম অতি আরক্ত সুজিহ্বা;
পঙ্‌ক্তিতে বিংশতি শ্বেত সুদন্ত,
ঐ দেখ বৎস তব পিত নরসিংহ।

৮। অঞ্জন-বণ্ণ সুনীল সুকেসো
কঞ্চন-পট্ট বিসুদ্ধ ললাটো,
ওসধি-পণ্ডর সুদ্ধ-সু-উণ্ণো
এস হি তুযহ পিতা নরসীহো।

অঞ্জন সমবর্ণ সুনীল সুকেশ,
কাঞ্চন সুন্দর সুশুদ্ধ কপাল;
শুকতারা সম শুভ্র সুন্দর ঊর্ণা,
ঐ দেখ বৎস তব পিত নরসিংহ।

৯। গচ্ছতি নীলপথে বিয় চন্দো
তারগণা পরিবেঠিত রূপো,
সাবক মজ্ঝ গতো সমুনিন্দো
এস হি তুযহ পিতা নরসীহো।

নভপথে নক্ষত্র বেষ্টিত চন্দ্র,
শ্রাবক সঙ্ঘেতে তেমনি মুনীন্দ্র
চলেছেন রাজপথে হয়ে পরিবৃত,
ঐ দেখ বৎস তব পিত নরসিংহ।

রাহুল-মাতা এই নয়টি নরসিংহ গাথা বলিয়া রাহুলকে তাঁহার পরিচয় দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তিনি মহারাজ শুদ্ধোদনের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন– "পিতঃ, যাইয়া

দেখুন, আপনার পুত্র নগরবাসীর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছেন।"

এই সংবাদে রাজা দুঃখিত হইলেন। তিনি দ্রুত পদবিক্ষেপে যাইয়া ভগবানের সম্মুখে দাঁড়াইলেন এবং ভগবানের ভিক্ষায় বাধা দিয়া কহিলেন– "কেন পুত্র, আমাকে লজ্জা দিতেছেন, কি জন্য আপনি ভিক্ষা করিতেছেন, এই কয়জন ভিক্ষুসহ আপনাকে ভোজন দিবার সেই সংস্থান আমার নাই কি?" ভগবান কহিলেন, "মহারাজ, ভিক্ষা করা আমাদের বংশনীতি।"

"পুত্র, আমাদের বংশ মহাসম্মত ক্ষত্রিয় বংশ। আমাদের ক্ষত্রিয় বংশে কোন দিন এইরূপ ভিক্ষাবৃত্তি দেখি নাই; এমন কি কোন দিন শুনিও নাই।"

"মহারাজ, সেই মহাসম্মত ক্ষত্রিয়বংশ আপনাদের রাজবংশ। আমাদের বংশ তাহা নহে; আমাদের বংশ দীপঙ্কর, কোণ্ডিণ্য ও কশ্যপাদি বুদ্ধ-বংশ। অতীতকালে যত বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়া গিয়াছেন, এই ভিক্ষা-বৃত্তিই তাঁহাদের আচার; ইহাই তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের প্রধান অবলম্বন।" এই বলিয়া ভগবান সেখানে দাঁড়াইয়া ধর্ম্ম দেশনা করিলেন; ধর্ম্ম শুনিয়া রাজা স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিলেন। তিনি স্রোতাপন্ন হইয়া ভগবানের হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণ করিলেন এবং ভগবান সহ ভিক্ষুগণকে সঙ্গে করিয়া রাজ-পুরীতে প্রবেশ করিলেন। তিনি বুদ্ধ ও ভিক্ষুসঙ্ঘকে সুসজ্জিত আসনে বসাইয়া উত্তম খাদ্য ভোজ্যদ্বারা পরিতৃপ্ত রূপে ভোজন করাইলেন। ভোজন কার্য্য অবসানের পর পুর-মহিলারা আসিয়া বুদ্ধ ও ভিক্ষুসঙ্ঘকে বন্দনা করিলেন; কিন্তু রাহুল-মাতা আসিলেন না। যশোধরার এক প্রিয় সখী আসিয়া তাঁহাকে কহিল–"আর্য্য, এতদিনের পর আর্য্যপুত্র আসিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিবারও কি আপনার ইচ্ছা হয় না? চলুন, তাঁহাকে বন্দনা করিয়া আসি।"

রাহুলমাতা কহিলেন, সখী, আর্য্যপুত্র আসিয়াছেন ভালই হইয়াছে। আমি তাঁহার চরণ সেবিকা, তাঁহাকে আমি প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি; তাঁহার প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তি, ভালবাসা এখনও বিদ্যমান আছে। যাঁহার কাষায় বস্ত্র ধারণে আমিও গেরুয়াবস্ত্র ধারিণী, যাঁহার একাহারে আমিও একাহারিণী, যাঁহার রাজশয্যা ত্যাগে আমিও মৃত্তিকা শয্যা বরণ করিয়াছি, যাঁহার মালাগন্ধাদি বিলাসদ্রব্য ত্যাগে আমিও হীরা-মুক্তা খচিত মণি কঙ্কণাদি ত্যাগ করিয়াছি, জ্ঞাতিগণ পিতৃকুলে চলিয়া যাইবার জন্য সংবাদ পাঠাইলেও যাঁহার জন্য তাঁহাদের মুখ্যবলোকন পর্যন্ত করি নাই, যাঁহার বিরহ যাতনায় এতদিন আকুল প্রাণে কাটাইয়াছি, যাঁহার ধ্যানে দিবানিশি অতিবাহিত করিয়াছি, তিনি যে আসিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। তাঁহার প্রতি আমার সেই শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রেম-ভালবাসা

যদি এখনও বিরাজমান থাকে, তবে তিনি স্বয়ংই আমার নিকট আসিবেন। তখন তাঁহাকে নয়ন ভরিয়া দেখিব, হৃদয় ঢালিয়া বন্দনা করিব, এই দীর্ঘ দিনের বিরহ বেদনার লাঘব করিব।"

মহারাজ শুদ্ধোদন এবং অগ্র শ্রাবকদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া করুণাময় ভগবান রাহুল-মাতার শয়ন কক্ষে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিলেন। তখন যশোধরা আনন্দে আত্ম-হারার ন্যায় দ্রুতবেগে আসিয়া ভগবানের কিংশুক পুষ্পদামসদৃশ রক্তবর্ণ চরণযুগল জড়াইয়া ধরিয়া আনন্দাশ্রুতে পদযুগল সিক্ত করিলেন; পদতল মস্তকোপরি স্থাপন করিয়া বহুক্ষণ যাবৎ ইচ্ছামত বন্দনা করিলেন। তখন রাজা ভগবানের প্রতি বধূ যশোধরার নিবদ্ধচিত্ততা ও স্নেহশীলতার কথা বর্ণনা করিলেন– "প্রভু, আমার বধূমাতা আপনার কাষায়বস্ত্র ধারণ, একাহার ব্রতাবলম্বন, রাজশয্যা ত্যাগ ও মালাগন্ধাদি বিলাসদ্রব্য গ্রহণ বিরতির বিষয় শ্রবণ করিয়া– সেও গেরুয়া বস্ত্র পরিহিতা একাহারিণী মৃত্তিকাশায়িনী ও অলঙ্কার হীনা হইয়াছে। তাহার জ্ঞাতিকুল– 'তোমাকে আমরা দেখিব, তুমি চলিয়া আস' এই বলিয়া সংবাদ পাঠাইলে, সেই অবধি জ্ঞাতিদের মুখাবলোকন পর্য্যন্ত করে নাই। আমার বধূমাতা আপনার প্রতি এমন নিবদ্ধ-চিত্ত ও আপনার এমন গুণানুরাগিণী।"

ভগবান কহিলেন– "মহারাজ, রাহুল-মাতার এখন পরিপক্ক জ্ঞান, এই জন্মই তাহার অন্তিম জন্ম। এমন পরিপক্ক জ্ঞানে এই ব্রতোদযাপন কিছুই আশ্চর্য্য নহে। পূর্ব্বে অপরিপক্ক জ্ঞানের সময়ও আমার প্রতি নিবদ্ধ চিত্ত হইয়া নিজকে রক্ষা করিয়াছিল।" ভগবান এই প্রসঙ্গে চন্দ্র কিন্নর জাতক বর্ণনা করিয়া প্রস্থান করিলেন।

–ঃ ০০ ঃ–

রাহুলের প্রব্রজ্যা

আজ সাত দিন। ভগবান কপিলপুরের মহাবনে অবস্থান করিতেছিলেন। রাজ বাড়ীতে আজ ভগবান ও ভিক্ষু-সংঘ নিমন্ত্রিত। তিনি বিশ হাজার ভিক্ষু পরিবৃত হইয়া রাজপুরীতে প্রবেশ করিলেন। সুগত সুসজ্জিত বুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইলে, ভিক্ষুগণ তাঁহাদের যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিলেন।

যশোধরা কুমার রাহুলকে বিবিধ ভূষণে বিভূষিত করিয়া কহিলেন–"বাবা, দেখ বিশ হাজার শ্রমণদের মধ্যে সুবর্ণবর্ণ, ব্রহ্মবর্ণ ঐ যে শ্রমণ, উনিই তোমার পিতা। তাঁহার

কুমার রাহুলকে প্রব্রজ্যা দানের জন্য বুদ্ধ নিয়ে যাচ্ছেন।

চারিটি সুবৃহৎ নিধিকুম্ভ ছিল। তাঁহার সংসার ত্যাগের পর হইতে সেগুলি আর দেখা যাইতেছেনা। যাও বৎস, তুমি এই বলিয়া তোমার সেই পৈতৃক ধনের উত্তরাধিকারী হইতে চাও–"বাবা, আমি এখন কুমার, অভিষিক্ত হইয়া চক্রবর্ত্তী রাজা হইব, আমার ধনের প্রয়োজন, সাধারণত ছেলেই পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়।"

রাহুল মায়ের কথায় সন্তুষ্ট হইয়া হৃষ্ট চিত্তে সুমন পুষ্পদাম সদৃশ সুকোমল চরণ যুগল মৃদুমন্দ সঞ্চালনে ভগবান সমীপে উপস্থিত হইলেন। ভগবান তাঁহার পৃষ্ঠে ও মস্তকে হাত বুলাইয়া অনেক স্নেহ প্রদর্শন করিলেন। রাহুলও পিতার স্নেহ লাভে অত্যধিক আনন্দিত হইলেন। তখন রাহুল হৃষ্ট চিত্তে সুকোমল কণ্ঠে ভগবানকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন–"বাবা, আপনি ভাল আছেন ত?" সরলমতি বালক আরও কত ছেলে মানুষী আবল-তাবল বলিয়া ভগবানের নিকটেই রহিয়া গেলেন।

যথাসময়ে আহার কার্য্য সম্পন্ন হইল; ভগবান দানানুমোদন করিয়া আসন হইতে উঠিলেন। তিনি চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া তখন মায়ের কথা রাহুলের স্মরণ হইল। কুমার দ্রুতপদে যাইয়া ভগবানের হাত ধরিলেন এবং কহিলেন–"বাবা, আমাকে পৈতৃক ধন দেন; বাবা, আমাকে পৈতৃক ধন দেন।" এই বলিতে বলিতে কুমার ভগবানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। ভগবান তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন না। পিতার সঙ্গে পুত্র যাইতেছে, কে নিবারণ করিবে; তাই পরিজনেরাও তাঁহাকে বাধা প্রদানে সাহস পাইলেন না। তিনি ভগবানের সঙ্গে বিহারেই গমন করিলেন।

বিহারে যাইয়া ভগবান চিন্তা করিলেন– "বালক রাহুল যেই পৈতৃক ধনের ইচ্ছা করিতেছে, তাহা ক্ষণভঙ্গুর; তাহাতে কেবল ইহকালের উপকার সাধিত হইবে মাত্র। আমি বোধিমূলে যেই সপ্তবিধ আর্য্যধন পাইয়াছি, তাহাই ইহাকে প্রদান করিব; ইহাতে সে লোকোত্তর ধনের উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে।"

ভগবান সারীপুত্ত স্থবিরকে ডাকিয়া কহিলেন– হে সারীপুত্ত, তুমি প্রাণের রাহুল কুমারকে প্রব্রজ্যা দাও। তাহাকে লোকোত্তর ধনের উত্তরাধিকারী করিব।

সারীপুত্ত স্থবির ভগবানের আদেশ প্রতিপালন করিলেন। তখনই রাহুলকে প্রব্রজ্যা দিলেন। রাহুলের প্রব্রজ্যার কথা শুনিয়া মহারাজ শুদ্ধোদন অতিমাত্রায় দুঃখিত হইলেন। তিনি সেই দুঃখ সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভগবান সমীপে তাঁহার মর্ম্মান্তিক দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিলেন–"ভগবান, একে একে তিনবার অত্যধিত দুঃখে আমার হৃদয় জর্জ্জরিত হইয়াছে। আমার বড় আশা ছিল, এই বিশাল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী আপনাকেই করিয়া যাইব। কিন্তু আমার সেই আশা ফলবতী হইল না; আপনি সংসার ত্যাগী হইলেন। ইহাতে

যৎপরোনাস্তি দুঃখ অনুভব করিয়াছি। তৎপর আশা করিলাম নন্দকে অভিষিক্ত করিব; তাহার অভিষেক দিবসেই আপনি তাহাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করিলেন। তাহাতেও অত্যধিক দুঃখ পাইয়াছি। অতঃপর মনে করিলাম রাহুলত আছে, তাহাকেই অভিষিক্ত করিব; আপনি তাহাকেও প্রব্রজ্যা প্রদান করিলেন। ইহাতে যেই দুঃখ পাইয়াছি, তাহা অসহ্য দুঃখ। ভন্তে, আমি অনুরোধ করি–পিতা-মাতার অনুমতি না হইলে, কোন ছেলেকে প্রব্রজ্যা দিবেন না। ইহাতে যে কি দুঃখ, তাহা আমিই অনুভব করিতেছি।'

ভগবান তাঁহাকে সেই বর প্রদান করিলেন। তখন ভগবান ভিক্ষু-সংঘ সমবেত করাইয়া করিলেন– "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এই হইতে মাতা-পিতার আদেশ না পাইলে, ছেলেকে প্রব্রজ্যা দিওনা।" এই বলিয়া শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করিলেন।

–ঃ ০০ ঃ–

শিক্ষা

রাহুলের বয়স মাত্র সাত বৎসর। এই সাত বৎসরের ছেলেকে প্রব্রজ্যা দিয়া ভগবান চিন্তা করিলেন–"রাহুল এখনও ক্ষুদ্র বালক, তাহার বয়ঃক্রম মাত্র-সাত বৎসর। সে ক্ষত্রিয় রাজকুলোদ্ভব; আবার বুদ্ধ-পুত্র। তজ্জন্য হয়ত তাহার অহঙ্কারও উৎপন্ন হইতে পারে; স্থবিরগণকে অবজ্ঞাও করিতে পারে। ছেলেরা সাধারণতঃ নানারূপ মিথ্যা বলিয়া থাকে। রাহুলকে এমন শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, যেন যে ক্রীড়াচ্ছলেও মিথ্যা না বলে; অহঙ্কারও যেন তাহার চিত্তকে অধিকার করিতে না পারে।"

ভগবান রাহুলকে ডাকাইলেন। রাহুল আসিয়া ভগবানকে বন্দনা করিলেন এবং ভগবানের আদেশ পাইয়া বিনীতভাবে একপ্রান্তে বসিলেন। তখন ভগবান রাহুলকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন–"রাহুল, তুমি যাঁহাদের সঙ্গে নিত্য অবস্থান করিতেছ, সেই পণ্ডিত ভিক্ষুদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন কর না ত? যিনি মানবের জ্ঞানালোক প্রদর্শনকারী, সেই সারীপুত্তকে তুমি কিরূপ সম্মান কর?"

তদুত্তরে রাহুল বিনয় নম্র বচনে কহিলেন– "প্রভো, আমার সঙ্গে নিত্য অবস্থানকারী পণ্ডিত ভিক্ষুদের প্রতি আমি অবজ্ঞান প্রদর্শন করি না, যতদূর পারি সেবা-শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাদের চিত্ত প্রসন্ন রাখিবার চেষ্টা করি। যিনি মানবের জ্ঞানালোক প্রদর্শনকারী, তাঁহার মনোতুষ্টির জন্য সদা সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকি।"

তৎপর ভগবান রাহুলকে প্রত্যহ এইরূপ উপদেশ গাথা বলিতে লাগিলেন– বৎস রাহুল!

১। পঞ্চকামগুণে হিত্বা পিয়রূপে মনোরমে.
সদ্ধায় ঘরা নিক্খম্ম দুক্খস্সন্তকরো ভব।

'হে রাহুল, তুমি বিশাল রাজপুরীর অতুল বিভূতিপুঞ্জ, রাজৈশ্বর্য্য, বিবিধ ভোগ বিলাস, প্রিয়তম মনোরম পঞ্চকামগুণাদি পরিত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত গৃহ হইতে নিষ্ক্রমণ করিয়াছ; এখন ভব দুঃখের অবসান কর।'

২। মিত্তে ভজস্সু কল্যাণে পন্থঞ্চ সয়নাসনং,
বিবিত্তং অপ্পনিগ্ঘোসং মত্তঞ্ঞু হোহি ভোজনে।

সর্ব্বদা কল্যাণ-মিত্রের ভজনা করিবে, একাকী পৃথক শয্যায় শয়ন করিবে, বিবেক ও নির্জ্জন প্রিয় হইবে এবং ভোজনে মাত্রজ্ঞ হইবে।

৩। চীবরে পিণ্ডপাতে চ পচ্চয়ে সয়নাসনে,
এতেসু তণ্হং মা কাসি মা লোকং পুনরাগমি।

চীবর, খাদ্য ভোজ্য, শয্যাসন এবং ভৈষজ্য সেবনে তৃষ্ণা উৎপাদন করিওনা; পুনরায় সংসারে আগমন করিওনা।

৪। সংবুতো পাতিমোক্খস্মিং ইন্দ্রিয়েসু চ পঞ্চসু,
সতি কায়গতাত্যত্থু নিব্বিদা বহুলো ভব।

প্রাতিমোক্ষ শীল রক্ষা করিও, পঞ্চেন্দ্রিয়ে সংযম অবলম্বন করিও, বত্রিশ প্রকার অশুচি সমন্বয়ে উৎপন্ন এই কায়ের প্রতি অশুভ, অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মা সংজ্ঞা উৎপাদন করিয়া কায়গত স্মৃতি ভাবনা করিও; এবং ভবের প্রতি বীতস্পৃহ বহুল হইও।

৫। নিমিত্তং পরিবজ্জেহি সুভং রাগূপসংহিতং,
অসুভায় চিত্তং ভাবেহি একগ্গং সুসমাহিতং।

আরম্মণ বা ইন্দ্রিয়ের সুখচিহ্নে ও কামরাগে শুভ চিন্তা পরিবর্জ্জন কর; চিত্ত সর্ব্বদা অশুভ ভাবনায় রত রাখ এবং একাগ্র ও শান্ত চিত্ত হও।

৬। অনিমিত্তং চ ভাবেহি মানানুসয় মুজ্জহ,
ততো মানাভিসময়া উপসন্তো চরিস্সসি।

আরম্মণ হীন বা কামগুণ নিমিত্ত হীন পবিত্র বিষয় ভাবনা করিও, সর্ব্বদা অহঙ্কার বর্জ্জন করিবে, তদ্দ্বারা উপশান্ত চিত্ত হইয়া বিচরণ করিতে পারিবে।

ভগবান রাহুলকে প্রতিদিন এই উপদেশাবলী প্রদান করিতেন বলিয়া এই সূত্রে নাম 'রাহুলোপদেশ সূত্র।' রাহুল অত্যধিক শিক্ষাকামী ছিলেন। ভগবান তাঁহাকে যেই সমস্ত

উপদেশ দিতেন, তিনি তাহা প্রাণপণে পালন করিতেন এবং প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া হস্তের দ্বারা উর্দ্ধ দিকে বালুকা উৎক্ষেপণ করিয়া বলিতেন–"আমি অদ্য ভগবান এবং আচার্য্য ও উপাধ্যায় হইতে এই বালুকা পরিমাণ উপদেশ লাভ করিব।" এই বলিয়া সর্ব্বদা তাঁহাদের নিকট যাইয়া উপদেশ শুনিতেন।

–ঃ ❖ ঃ–

সুকীর্ত্তি প্রচার

একদা ভগবান আলবী নগরের সমীপবর্ত্তী 'অগ্গালব' চৈত্যে বাস করিতেছিলেন। তথায় ভগবানের ধর্ম্ম শ্রবণ মানসে বহু ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকা সমবেত হইতেন। দিবাভাবে ধর্ম্ম দেশনা হইত বলিয়া, কিছুদিন পরে ভিক্ষুণী ও উপাসিকাদের ধর্ম্ম শ্রবণে আসা বন্ধ হইল। কেবল উপাসক ও ভিক্ষুগণ উপস্থিত হইতেন। তাই ভগবান রাত্রিকালে ধর্ম্ম দেশনার সময় নির্দ্দিষ্ট করিলেন। সেই অবধি রাত্রি কালেই ধর্ম্ম দেশনা হইত। ধর্ম্ম দেশনার অবসানে স্থবির ভিক্ষুগণ স্বকীয় আবাসে যাইতেন, অল্প বয়সের ভিক্ষুরা উপাসকদের সহিত ধর্ম্মশালায় শয়ন করিতেন। নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহাদের কাহারও কাহারও নাসিকার ঘর্ ঘর্ ধ্বনিতে ও দন্তের কিড় মিড় শব্দে অনেকের মুহূর্ত্ত মধ্যে নিদ্রা ভাঙিয়া যাইত। একদিন তাঁহাদের এই সমুদয় কাহিনী ভগবানের গোচরীভূত হইল। ভগবান তাঁহাদের যাবতীয় কথা শুনিয়া এই বলিয়া শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করিলেন–"যে কোন ভিক্ষু অনুপসম্পন্নের বা ভিক্ষু ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত এক আচ্ছাদনের মধ্যে শুইলে 'পাচিত্তিয়' নামক পাপ হইবে।" ভগবান এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করিয়া সশিষ্যে কৌশম্বী নগরে প্রস্থান করিলেন।

রাহুল অতীব বিনয়ী এবং শিক্ষাকামী, বিশেষতঃ বুদ্ধপুত্র তাই ভিক্ষুগণ তাঁহাকে অত্যধিক আদর ও যত্ন করিতেন। তাঁহার শয়নের জন্য শয্যা রচনা করিয়া দিতেন, উপাধানের জন্য চীবর ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আয়োজন করিয়া দিতেন।

রাহুল ভিক্ষুদের এত স্নেহের পাত্র হইলেও তথাপি ভিক্ষুগণ শিক্ষাপদ ভঙ্গ হইবে এই ভয়ে, রাহুলকে ভগবানের আদেশ শুনাইয়া দিতে বাধ্য হইলেন। কৌশম্বীতে আসিয়া ভিক্ষুরা রাহুলকে কহিলেন–"প্রিয় রাহুল, ভগবান শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করিয়াছেন–"যে কোন ভিক্ষু অনুপসম্পন্নের সহিত এক আচ্ছাদনের মধ্যে শুইলে ভিক্ষুর 'পাচিত্তিয়'

নামক পাপ হইবে।' এই হইতে তুমি আমাদের প্রকোষ্ঠে বাস করিতে পারিবেনা; তোমার বাসস্থান তুমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া লও।" সেই রাত্রি রাহুলকে ভিক্ষুদের প্রকোষ্ঠে বাস করিতে দিলেন না।

রাহুল অত্যধিক শিক্ষাকামী, শিক্ষার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও গৌরব বিদ্যমান। তিনি ভিক্ষুদের আদেশ সবিনয়ে অবনত মস্তকে গ্রহণ করিলেন। রাহুল সেই রাত্রি বাসের জন্য অদ্য কোন স্থান খুঁজিয়া পাইলেন না। পিতা বুদ্ধ, উপাধ্যায় ধর্ম্মসেনাপতি সারীপুত্ত, আচার্য্য মহামৌদগলায়ন, খুল্লতাত আনন্দ স্থবির, তাঁহাদের বিদ্যমান সত্ত্বেও তিনি কাহারও নিকট না যাইয়া ব্রহ্ম-বিমানে প্রবেশ করার ন্যায় ভগবানের পায়খানায় প্রবেশ করিয়া শয়ন করিলেন।

ভগবানের পায়খানার দ্বার সর্ব্বদা বদ্ধ থাকে। উহার ভূমিতল সুগন্ধ মিশ্রিত মৃত্তিকায় নিন্মিত; অভ্যন্তরে ও বহির্দ্দেশে সুরভি কুসুম দাম বিলম্বিত, তথায় সর্ব্বরাত্রি গন্ধ-প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত থাকে। প্রিয়শীল রাহুল সেই সুখসম্পত্তি দেখিয়া যে তথায় গিয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি অন্বেষণ করিয়া অন্য কোন স্থান পান নাই, তাই শিক্ষার প্রতি গৌরব করিয়াই তথায় গিয়াছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে ভিক্ষুরা মধ্যে মধ্যে রাহুলের শ্রদ্ধা, বিনয় ও প্রিয়শীলতার পরীক্ষা করিয়া অত্যধিক আমোদ উপভোগ করিতেন। তাঁহাকে দূর হইতে আসিতে দেখিলে ভিক্ষুরা সম্মার্জ্জনী অথবা আবর্জ্জনা ছাড়িবার ভাজন ইত্যাদি বাহিরে ফেলিয়া রাখিতেন। রাহুল নিকেট আসিলেই ভিক্ষুরা জিজ্ঞাসা করিতেন–"প্রিয় রাহুল, কে ইহা বাহিরে ফেলিয়া রাখিয়াছে;" এইরূপ বলা হইলে, তখন ভিক্ষুদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া উঠিতেন– "রাহুলই-ত এই পথে গিয়াছিল।" ভিক্ষুগণ এইরূপ বলিলে, রাহুল "ভন্তে, আমি ইহার কিছুই জানি না;" এইরূপ কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া, তাহা যথাস্থানে রাখিয়া দিতেন এবং "ভন্তে, আমাকে ক্ষমা করুন" বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন। রাহুল সর্ব্বদা এবম্বিধ গুণের পরিচয় দিয়া ভিক্ষুগণকে বিমুগ্ধ করিতেন। তিনি এইরূপ শিক্ষাকামী ছিলেন বলিয়াই পায়খানায় রাত্রি যাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ভগবান অরুণ উদয়ের পূর্ব্বে পায়খানার দ্বারে দাঁড়াইয়া ইঙ্গিত করিলে, রাহুল ইহা শুনিয়া ইসারা করিলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করিলেন– "তুমি কে?" তদুত্তরে রাহুল কহিলেন–"ভন্তে, আমি রাহুল।" তখনই রাহুল বাহিরে আসিয়া ভগবানকে বন্দনা করিলেন।

ভগবান জিজ্ঞাসা করিলেন–"রাহুল, তুমি এখানে কেন?"

"প্রভু, আমি থাকিবার স্থান পাই নাই। পূর্ব্বে ভিক্ষুরা আমাকে অনুগ্রহ করিতেন, কিন্তু এখন তাঁহাদের পাপ ভয়ে আমাকে থাকিবার স্থান দেন নাই। এখানে কাহারও সংসর্গের সম্ভাবনা নাই, এই মনে করিয়া এখানে শয়ন করিয়াছি।'

তখন ভগবান চিন্তা করিলেন–"ভিক্ষুরা রাহুলকে যতি এইরূপভাবে পরিত্যাগ করে, না জানি ভবিষ্যতে অন্যান্য কুলপুত্রগণকে প্রব্রজ্যা প্রদান করিয়া কি করিবে। এই মনে করিয়া তাঁহার ধর্ম্মসংবেগ উৎপন্ন হইল। প্রাতঃকালে ভিক্ষুদিগকে সমবেত করাইয়া সারীপুত্ত স্থবিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন–"সারীপুত্ত, অদ্য রাত্রিতে রাহুল কোথায় শয়ন করিয়াছিল, তাহা তুমি জান।"

"ভন্তে, আমি তাহা জানি না।"

"অদ্য রাহুল পায়খানায় ছিল, তোমরা যদি রাহুলকে এইরূপ ভাবে পরিত্যাগ করিতে পার, তাহা হইলে অন্যান্য কুলপুত্রগণকে প্রব্রজ্যা প্রদান করিয়া তাহাদের প্রতি কিরূপ আচরণ করিবে? এইরূপ হইলে এই শাসনে প্রব্রজিত হইয়া কেহই তিষ্ঠিতে পারিবেনা। অদ্য হইতে অনুপসম্পন্নকে তোমাদের সঙ্গে একরাত্রি কিম্বা দুই রাত্রি রাখিয়া তৃতীয় দিবসে তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া অন্য বাসস্থানে রাখিবে এই বলিয়া ভগবান পুনরায় শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করিলেন।

অনন্তর ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় উপবিষ্ট হইয়া রাহুলের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন–"আপনারা দেখুন, রাহুল কেমন শিক্ষা কামী। আমরা যখন তাঁহাকে বাসস্থান খুঁজিয়া লইতে বলিয়াছিলাম, তখন তিনি এইরূপও গর্ব্বিত বাক্য প্রকাশ করিতে পারিতেন–"আমি বুদ্ধপুত্র, তোমরা শয়নাসন অধিকার করিবার কে? তোমরা এখান হইতে বাহির হও।" কিন্তু তিনি কাহারও প্রতি কোনরূপ ঔদ্ধত্য প্রকাশ না করিয়া, নিজে পায়খানায় গিয়া শয়ন করিলেন।"

ভগবান গন্ধকুটি হইতে দিব্য জ্ঞানে ভিক্ষুদের আলোচনার বিষয় জ্ঞাত হইলেন। তখন ভগবান চিন্তা করিলেন–"এই সময় আমি ধর্ম্ম সভায় উপস্থিত হইলে ধর্ম্ম দেশনার সুযোগ পাইব এবং রাহুলের গুণও প্রকাশ পাইবে।" এই মনে করিয়া তিনি ধর্ম্ম সভায় উপস্থিত হইয়া অলঙ্কৃত বুদ্ধাসনে উপবেশন করিলেন। তখন ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন–"হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এতক্ষণ কি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলে?"

ভিক্ষুরা কহিলেন–"ভন্তে, আমরা অন্য বিষয় সম্বন্ধে বলিতেছিনা, কেবল রাহুলের শিক্ষাকামিতা সম্বন্ধেই বলিতেছি।"

"হে ভিক্ষুগণ, রাহুল যে কেবল ইহ জন্মে এইরূপ শিক্ষাকামী তাহা নহে, পূর্ব্বে যখন সে পশুকুলে উৎপন্ন হইয়াছিল, তখনও এইরূপ শিক্ষাকামী ছিল।"

ভিক্ষুগণ প্রার্থনা করিলেন–"ভন্তে, রাহুলের সেই পূর্ব্বজন্ম কাহিনী আমাদিগকে প্রকাশ করিয়া বলুন।"

তাহা হইলে তোমরা মনযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর, এই বলিয়া তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন ঃ–

"পুরাকালে মাগধেশ্বর যখন রাজগৃহে রাজত্ব করিতেন। তখন বোধিসত্ত্ব মৃগকুলে উৎপন্ন হইয়াছিল। সে মৃগযুথের অধিপতি হইয়া অরণ্যে বাস করিত। একদিন তাহার ভগ্নী স্বীয় পুত্রসহ তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল–"ভাই, তোমার ভাগিনেয়কে মৃগমায়া শিক্ষা দাও।"

বোধিসত্ত্ব "আচ্ছা, শিক্ষা দিব" বলিয়া ভাগিনেয়কে সম্বোধন করিয়া কহিল–"হে তাত, তুমি এখন যাও, অমুক অমুক সময়ে আমার নিকট আসিয়া শিক্ষা করিবে।" সে প্রত্যহ মাতুলের নির্দ্ধারিত সময়ে উপস্থিত হইয়া মৃগমায়া শিক্ষা করিল।

একদিবস সেই মৃগশাবক বনে বিচরণ করিতে করিতে ফাঁদে আবদ্ধ হইল। সে মৃত্যু-ভয়ে ভীত হইয়া রব করিতে লাগিল। তখন তাহার সঙ্গীরা দ্রুত বেগে যাইয়া "তোমার পুত্র ফাঁদে আবদ্ধ হইয়াছে" বলিয়া তাহার মাতাকে সংবাদ দিল। পুত্রের এই আকস্মিক বিপদের কথা শুনিয়া মায়ের হৃদয় বিদীর্ণ হইল। অন্তরে পুত্র শোকের দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। হতাশ অন্তরে ভ্রাতার নিকট ছুটিয়া গিয়া সেই দুঃখ কাহিনী প্রকাশ করিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল–"ভাই, তোমার ভাগিনেয়কে উত্তমরূপে মৃগ-মায়া শিক্ষা দিয়াছিলে কি?" সে-ত ফাঁদে পড়িয়াছে; এখন কি উপায় হইবে?"

বোধিসত্ত্ব কহিল–"ভগ্নি, তোমার পুত্রের কোন রূপ অনিষ্টশঙ্কা করিও না। তোমার পুত্র এখনই আসিয়া তোমার আনন্দ বর্দ্ধন করিবে। সে সমস্ত মৃগমায়া সুন্দররূপে আয়ত্ত করিয়াছে। সে উভয় পার্শ্বে, ঋজুভাবে ও মৃগ-উপবেশন ভেদে ত্রিবিধ আকারে মৃতবৎ শয়ন করিতে শিখিয়াছে, খুর আটখানি যথাস্থানে রক্ষা করিতে শিখিয়াছে, অন্য সময় জলপান না করিয়া অর্দ্ধ রাত্রিতে জল পান করা শিক্ষা করিয়াছে, উর্দ্ধ নাসারন্ধ্রে শ্বাস রোধ করিয়া নিম্ন নাসারন্ধ্রে শ্বাস রোধ করিয়া নিম্ন নাসারন্ধ্রে (যেটি মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়াছে) শ্বাসক্রিয়া করা শিক্ষা করিয়াছে, শায়িত পার্শ্বে চারিপায়ের খুরের দ্বারা মাটি ছড়ান, জিহ্বা বাহির করা, উভয় স্ফীত করিয়া রাখা, মল-মূত্র ত্যাগ করা, পা সম্মুখ ভাগে প্রসারিত করা, বিবিধ প্রকারে ব্যাধকে বঞ্চনা করিবার মৃগমায়া সমূহে শিক্ষিত

হইয়াছে।" এইরূপে বোধিসত্ত্ব ভাগিনেয় যে উত্তমরূপে মৃগমায়া আয়ত্ত করিয়াছে, তাহা বুঝাইয়া দিয়া ভগ্নীকে আশ্বস্ত করিল।

এদিকে পাশ-বদ্ধ মৃগশাবক দেহ বিস্তার করিয়া শুইয়া পড়িল, পাগুলি অভিমুখে আকর্ষণ করিয়া রাখিল, পায়ের খুরের আঘাতে ঘাস ও ধুলি উপড়াইয়া ফেলিল, মল-মূত্র ত্যাগ করিল, মস্তক রাখিল, জিহ্বা বাহির করিল, শরীর লালায় ক্লিষ্ট করিল, উদর স্ফীত করিয়া রাখিল, চক্ষু উল্টাইয়া রাখিল, উর্দ্ধ নাসারন্ধ্রে শ্বাস রোধ করিয়া নিম্ন নাসারন্ধ্রে শাসক্রিয়া চালাইতে লাগিল, শরীর স্তব্ধ ভাবে রাখিল। এইরূপে মৃগশাবক এমন মায়া অবলম্বন করিল যে– ঠিক যেন মৃগটা মরিয়াই রহিয়াছে। নীল মক্ষিকা আসিয়া শরীর বেষ্টন করিল; দুই একটা কাকও আসিয়া বসিল। এমতাবস্থায় ব্যাধ উপস্থিত হইল। মৃগশাবকের উদরে হস্ত প্রহার করিয়া চিন্তা করিল–"বোধ হয় প্রত্যুষেই আবদ্ধ হইয়াছে; মাংস পঁচিতে আরম্ভ করিয়াছে।" এই চিন্তা করিয়া বন্ধন রজ্জু খুলিয়া দিল। "এখন ইহাকে এখানেই কাটিয়া মাংস লইয়া যাইব।" এই মনে করিয়া নিঃসংকোচ চিত্তে শাখা-পত্র সংগ্রহ করিতে লাগিল। এই সুযোগে মৃগ-শাবক দাঁড়াইয়া গা-ঝাড়া দিল এবং গ্রীবা প্রসারণ করিয়া মহাঝটিকায় বিতাড়িত মেঘখণ্ডবৎ দ্রুতবেগে মায়ের নিকট উপস্থিত হইল।

তখন রাহুল ছিল সেই মৃগশাবক, উৎপলবর্ণা ছিল তাহার মাতা, এবং আমি ছিলাম সেই মৃগ শাবকের মাতুল।

–ঃ ০০ ঃ–

চিত্ত বিপর্য্যয়

রাহুল শ্রামণের তাঁহার সুশীলতা গুণে সকলের প্রিয় পাত্র হইয়া অষ্টাদশ বর্ষে উপনীত হইলেন। শুধাংশুর শান্তোজ্জ্বল জ্যোৎস্না ধবলা কুমুদিনী যেমন সহাস্যে প্রস্ফুটিত হয়, তদ্রূপ রাহুলও ভদ্র যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহার দেহকান্তি উজ্জ্বলতর রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি অসামান্য রূপলাবণ্যে বিমণ্ডিত হইলেন। তাঁহার সবল ও সুগঠিত দেহের রূপশ্রী যেন ভাসিয়া পড়িতেছে। প্রভাকরের কনকোজ্জ্বল রশ্মিমালা পদ্মরাগ মণিময় সৌধ কিরীটে প্রতিফলিত হইয়া যেইরূপ শোভমান হয়, তদ্রূপ রাহুলের স্বর্ণকান্তি বিজড়িত দেহ সৌষ্ঠব বিবিধ সুলক্ষণে প্রতিমণ্ডিত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতেছে।

তখন ভগবান জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। একদিবস তিনি পূর্ব্বাহ্নে পাত্র-চীবর লইয়া ভিক্ষার্থে বহির্গত হইলেন। রাহুল তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। ভগবান মণিগুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত আহারান্বেষণার্থ কেশরী সদৃশ ধীর পাদবিক্ষেপে যাইতেছিলেন। সিংহরাজের পশ্চাদানুসরণে রত সিংহ-শাবক সদৃশ রাহুল ভগবানের পদাঙ্কানুশরণ করিতেছিলেন। রাহুল পশ্চাতে থাকিয়া ভগবানের আপাদমস্তক বিশেষ ভাবে নিরীক্ষণ করিলেন। তিনি ভগবানের বত্রিশ লক্ষণ, অশীতি অনুব্যঞ্জন, ষড়-রশ্মিশ্রী ও ব্যাম-প্রভাদি সমুজ্জ্বল বুদ্ধশ্রী সন্দর্শন করিয়া চিন্তা করিলেন–"অহো! সমত্রিংশৎ পারমিতা অনুভাবে সমলঙ্কৃত ভগবানের শরীর কেমন শোভা পাইতেছে।" তৎপর নিজকে অবলোকন করিয়া চিন্তা করিলেন–"অহো! আমিও তদ্রূপ শোভা পাইতেছি। যদি ভগবান চারি মহাদ্বীপের একাধীশ্বর মহাপ্রতাপশালী চক্রবর্ত্তী রাজা হইতেন, আর আমাকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিতেন, তাহা হইলে এই জম্বুদ্বীপ অতিশয় শোভমান হইত।" রাহুল ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিতে করিতে গৃহীজনোচিত বাসনা উৎপাদন করিলেন।

তখন ভগবানও চিন্তা করিলেন–"রাহুল এখন পরিপূর্ণ বয়স্ক, অষ্টাদশ বৎসরে উপনীত, রূপাদি কামগুণে রমিত হইবার সময় উপস্থিত, এখন দেখি, সে কোন্ বিষয় বাহুল্য ভাবে চিন্তা করিয়া অধিক সময় অতিবাহিত করে।"

স্বচ্ছ সলিলে বিচরণশীল মৎস্য যেইরূপ চক্ষুষ্মানের দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ রাহুলের চিন্তিত বিষয়ও ভগবানের জ্ঞান চক্ষুর গোচরীভূত হইল। রাহুলের চিত্তভাব জ্ঞাত হইয়া ভগবান চিন্তা করিলেন–"রাহুল আমার পুত্র, আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে, সে আমার সুগঠিত শরীরের উজ্জ্বল রূপশ্রী সন্দর্শন করিয়া গৃহীজনোচিত বাসনা উৎপন্ন করিতেছে, সে বিপথে অগ্রসর হইয়া অযোগ্য স্থানে বিচরণ করিতেছে। এই ক্লেশ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া তাহাকে আত্মার্থ-পরার্থ কিছুই সম্পাদন করিতে দিবে না; অপিচ নরকাদি অনন্ত দুঃখের হেতু হইয়া দাঁড়াইবে। যেমন বহুমূল্য রত্নপূর্ণ নৌকার তলদেশ ছিদ্র হইয়া জল প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলে, মুহূর্ত্ত কালও তাহা দেখিয়া থাকা উচিত নহে; তদ্রূপ রাহুলের চিত্তে পাপ বাসনা প্রবেশ করিয়া শীলরত্নাদি নাশ করিবার পূর্ব্বেই তাহাকে নিগ্রহ করিতে হইবে।" এই চিন্তা করিয়া ভগবান রাহুলের দিকে ফিরিলেন। ভগবান ধীর ও গম্ভীর স্বরে রাহুলকে এই উপদেশ দিলেন–"রাহুল, যাহা কিছু অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ; আধ্যাত্মিক অথবা বাহ্যিক; স্থূল অথবা সূক্ষ্ম; হীন অথবা শ্রেষ্ঠ; দূরের অথবা নিকটে; যেই সমস্ত রূপ আছে, তাহা আমার নহে, তাহাতে আমি নহি, তাহা আমার আত্মা নহে. এই প্রকারে তাহা যথার্থ ভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দেখা কর্ত্তব্য।' 'হে

ভগবান, হে সুগত, কেবল রূপই কি?' 'রাহুল, শুধু রূপ নহে, তদ্রূপ বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞানও দেখা কর্ত্তব্য।' এইরূপ উপদেশ দিয়া ভগবান পিণ্ডাচরণে প্রবেশ করিলেন।

রাহুল বিশেষ লজ্জিত হইলেন। ভগবান তাঁহার মনের অবস্থা জ্ঞাত হইয়াছেন। ভগবানের এই অমূল্য উপদেশ শুনিয়া তাঁহার সংবেগ উপন্ন হইল। তিনি চিন্তা করিলেন–"ভগবান আমার চিত্ত-ভাব জ্ঞাত হইয়া এইরূপ বিতর্ক উৎপাদন করা প্রব্রজিতের অনুচিত' এই বলিয়া আমাকে উপদেশ দিলেন। আমার বড়ই সৌভাগ্য, তাই সম্মুখাবস্থায় ভগবানের এই অমৃতময় উপদেশ শুনিতে পাইলাম। আমি অদ্য আর ভিক্ষার জন্য যাইবনা।" এই মনে করিয়া তিনি এক বৃক্ষ মূলে যাইয়া বসিলেন। ভগবান তাহা দেখিয়াও বলিলেন না যে–"রাহুল, তুমি বসিলে কেন, এখন যে ভিক্ষার সময়?" অপিচ তিনি স্বগতঃ এইরূপই কহিলেন–"রাহুল, অদ্য তুমি অন্নের পরিবর্ত্তে কায়গতস্মৃতি রূপ অমৃত ভোজন কর।"

সারীপুত্ত স্থবির প্রতিদিন প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া শরীর-কৃত্য সম্পাদনের পর সমাপত্তি ধ্যানে নিবিষ্ট হন। সমাপত্তি হইতে উঠিয়া ভিক্ষুরা ব্রত প্রতিব্রত সম্পাদন করিলেন কিনা, প্রত্যেক বিহারে যাইয়া তাহা দেখিতেন। যেই স্থান পরিষ্কার করা হয় নাই, তাহা পরিষ্কার করিতেন; যেই আবর্জ্জনা ফেলা হয় নাই তাহা ফেলিয়া দিতেন; শূন্য কলসী দেখিলে পূর্ণ করিয়া রাখিতেন; রুগ্ন ভিক্ষুদের নিকট যাইয়া পথ্যাদি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেন; অল্প বয়স্ক শ্রামণেরদের নিকট যাইয়া প্রিয় মধুর বাক্যে এইরূপ উপদেশ দিতেন–"হে প্রিয় শ্রামণেরগণ, তোমরা পবিত্র বুদ্ধ-শাসনে প্রব্রজ্যা নিয়াছ, তোমরা মোক্ষ লাভের সুযোগ পাইয়াছ, শ্রেষ্ঠতর নির্ব্বাণদায়ক উপদেশ পালন কর, উত্তম প্রব্রজ্যা সুখে অভিরমিত হও, কুবিষয় চিন্তা করিয়া উৎকণ্ঠিত হইও না।" এইরূপে তিনি সর্ব্বকার্য্যে সম্পাদন করিয়া সকলের শেষে ভিক্ষার্থে বাহির হইতেন।

সেই দিনও সারীপুত্ত স্থবির সকলের শেষে ভিক্ষার জন্য বহির্গত হইলেন। তিনি সুসংযত ভাবে ধীর পদবিক্ষেপে পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময় অদূরে ঘনপল্লবাচ্ছন্ন এক বৃক্ষমূলে ধ্যান-নিবিষ্ট রাহুলকে দেখিতে পাইলেন। তিনি রাহুলের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সম্বোধন করিয়া কহিলেন–"রাহুল, আনঃপানঃ (আশ্বাস-প্রশ্বাস) স্মৃতি ভাবনা কর, আনঃপানঃ স্মৃতি বিশেষভাবে ভাবনা করিলে সুফল প্রাপ্ত হইবে।" এই বলিয়া স্থবির চলিয়া গেলেন।

রাহুল আজ সারাদিন অনশন। ভগবান ও সারীপুত্ত স্থবির জানিয়াও ইহার কোন প্রতিকার করিলেন না। তাঁহারা নিজেও কোন খাদ্যদ্রব্য আনিয়া দিলেন না। অপরের

দ্বারাও সম্পাদন করাইলেন না। তাঁহারা যদি কোশলরাজ, অনাথপিণ্ডিক অথবা বিশাখাদি উপাসক উপাসিকাদের মধ্যে যে কাহাকেও একটু ইসারা করিতেন, তাহা হইলে পর্য্যাপ্ত খাদ্য-ভোজ্য তথায় উপনীত হইত।

রাহুল তজ্জন্য মনঃক্ষুণ্ন হইলেন না। আজ আহারের প্রতি তাঁহার স্পৃহা নাই। তিনি যে উপবাসী, এই কথা তাঁহার মনে উদিত হইল না। অধিকন্তু তিনি শ্রদ্ধা ও ভক্তিরসে পরিপ্লুত হইয়া সগৌরবে ভগবানের সেই অমৃতময় উপদেশ–"রূপ অনিত্য, রূপ দুঃখ, রূপ অশুভ, রূপ অনাত্মা, ইত্যাদি রূপ-কর্ম্মস্থান ভাবনায় রত থাকিয়া দিবা অতিক্রম করিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে উপাধ্যায় সারীপুত্ত স্থবিরের কথিত আনঃপানঃ স্মৃতির কথা মনে পড়িল। তিনি চিন্তা করিলেন–"উপাধ্যায়ের আদেশ রক্ষা করিতে হইবে। আচার্য্য-উপাধ্যায়ের আদেশ অমান্য করিলে তাঁহাকে দুর্ব্বাধ্য বলা হয়। "দুর্ব্বাধ্য রাহুল উপাধ্যায়ের আদেশ রক্ষা করে না" এই বলিয়া আমার নিন্দা উৎপন্ন হইবে। নিন্দা হইতে অধিকতর মনঃপীড়ার বিষয় আর কিছুই নাই। এখনই যাইয়া ভগবানের নিকট আনঃপানঃ ভাবনা-বিধি জিজ্ঞাসা করিয়া লইব।"

রাহুল ভগবান সমীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি ভগবানকে অভিবাদন করিয়া বিনয়-নম্র বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন–"ভন্তে, আনঃপানঃ স্মৃতির ভাবনা-বিধি কিরূপ, তাহা কিরূপে ভাবনা করিলে মহাফল লাভ হয়?"

(রাহুল সূত্রের অনুবাদ)

ভগবান কহিলেন–"রাহুল, শরীরে যাহা কিছু কঠিন পদার্থ আছে, সেই সমস্ত পৃথিবী ধাতু। যথা– কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, বুক, হৃদয়, যকৃৎ, ক্লোম, প্লীহা, ফুসফুস, বড় অন্ত্র, ছোট অন্ত্র, উদর, বিষ্ঠা ও মগজ এই ২০টি পৃথিবী ধাতু আমাদের শরীরে বিদ্যমান আছে। এই পৃথিবী ধাতু আমার নহে, ইহ আমি নহি, ইহা আমার আত্মা নহে, এইরূপ তাহা যথার্থ ভাবে সম্যক প্রজ্ঞাদ্বারা দেখা কর্ত্তব্য। তাহা যথার্থত সম্যক প্রজ্ঞায় দেখিয়া পৃথিবী ধাতুর প্রতি বিতৃষ্ণ হও এবং তাহা হইতে চিত্ত বিমুক্ত কর।

শরীরে যাহা কিছু তরল পদার্থ আছে, সেই সমস্ত আপ ধাতু। যথা– পিত্ত, শ্লেষ্মা, পূঁজ, রক্ত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, চর্ব্বি, থুথু, সিকনি, লসিকা ও মূত্র এই ১২টি এবং শরীরে আরও অন্যান্য জলীয় পদার্থ থাকিলে, তাহা সমস্তই আপ-ধাতু। শারীরিক ও বাহ্যিক যে সমস্ত আপধাতু আছে; ইহা আমার নহে, ইহাতে আমি নহি, ইহা আমার আত্মা

নহে, এইরূপে তাহা যথার্থত সম্যক প্রজ্ঞায় দেখা কর্ত্তব্য। তাহা যথার্থত সম্যক প্রজ্ঞায় দেখিয়া আপধাতুতে বিতৃষ্ণ হও এবং তাহা হইতে চিত্ত বিমুক্ত কর।

শরীরে যাহা তেজ উৎপাদন করে, তাহা তেজধাতু। যথা– যদ্বারা সন্তাপিত হয়, জীর্ণ হয়, জ্বালা-যন্ত্রণা হয় এবং ভুক্ত দ্রব্য সম্যক প্রকারে জীর্ণ হয় তাহা তেজধাতু। এই তেজ ধাতু আমার নহে, ইহাতে আমি নহি, ইহা আমার আত্মা নহে। এইরূপে তাহা যথার্থ ভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় দেখা কর্ত্তব্য। তাহা যথার্থত সম্যক প্রজ্ঞায় দেখিয়া তেজ-ধাতুর প্রতি বিতৃষ্ণ হও এবং তাহা হইতে চিত্ত বিমুক্ত কর।

শরীরে যাহা বায়ু আছে, তাহা বায়ু ধাতু। যথা– উদ্ধঙ্গম বায়ু, অধঃগম বায়ু, উদরাশ্রিত বায়ু, শূন্য স্থান আশ্রিত বায়ু, সর্ব্ব শরীরে সঞ্চারিত বায়ু, আশ্বাস-প্রশ্বাস ইত্যাদি যেই সমস্ত বায়ু, তাহা বায়ু ধাতু। এই বায়ু ধাতু আমার নহে, ইহাতে আমি নহি, ইহা আমার আত্মা নহে, এইরূপে তাহা যথার্থ ভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় দেখা কর্ত্তব্য। তাহা সম্যক প্রজ্ঞায় দেখিয়া বায়ু ধাতুর বিতৃষ্ণ হও এবং তাহা হইতে চিত্ত বিমুক্ত কর।

শরীরে যাহা ছিদ্র বা রক্ত- মাংসের স্পর্শে বিহীন শূন্য স্থান, তাহা আকাশ ধাতু। যথা–কর্ণ-ছিদ্র, নাসিকা-ছিদ্র, মুখ-দ্বার, যাহা দিয়া ভুক্তবস্তু প্রবেশ করে, যথায় ভুক্ত বস্তু সংস্থিত, ভুক্ত বস্তু যদ্বারা অধঃভাগে বাহির হয়, এবং আরও যে সমস্ত এইরূপ ছিদ্র আছে, সেই শূন্য স্থান সমূহ আকাশ ধাতু। এই আকাশ ধাতু আমার নহে, ইহাতে আমি নহি, ইহা আমার আত্মা নহে, এইরূপে তাহা যথার্থ ভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় দেখা কর্ত্তব্য, তাহা সম্যক প্রজ্ঞায় দেখিয়া আকাশ ধাতুর প্রতি বিতৃষ্ণ হও এবং তাহা হইতে চিত্ত বিমুক্ত কর।

হে রাহুল, তুমি পৃথিবী-সম ভাবনা কর। পৃথিবী সম ভাবনা করিলে–উৎপন্ন মনোজ্ঞ-অমনোজ্ঞ স্পর্শ চিত্তকে গ্রহণ করিয়া বিদ্যা, মূত্র, থুথু, পূঁজ, রক্ত ইত্যাদি যতাই পঁচা-সরা নিক্ষেপ করুক না কেন, তবুও পৃথিবীর ঘৃণা বা ক্রোধের উদ্রেক হয় না, অপিচ প্রশান্ত ভাবেই তিতিক্ষা করে। সেইরূপ তুমিও পৃথিবী-সম ভাবনা কর, পৃথিবী-সম ভাবনা করিলে–মনোজ্ঞ-অমনোজ্ঞ স্পর্শ তোমার চিত্তে তিষ্ঠিতে পারিবে না।

হে রাহুল, তুমি আপ-সম ভাবনা কর। জল শুচি, অশুচি, বিষ্ঠা, মূত্র, থুথু, পূঁজ, রক্ত সবই ধৌত করে; উহাতে জলের ঘৃণা বা দুঃখ উৎপন্ন হয় না। তদ্রূপ তুমিও জল-সম ভাবনা কর। জল-সম ভাবনা করিলে মনোজ্ঞ-অমনোজ্ঞ স্পর্শ তোমার চিত্তে তিষ্ঠিতে পারিবে না।

হে রাহুল, তুমি তেজ-সম ভাবনা কর। তেজ যেমন শুচি, অশুচি, বিষ্ঠা, মূত্র, থুথু, পূঁজ, রক্ত সবই দগ্ধ করে, উহাতে তেজের ঘৃণা উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ তুমি তেজ-সম ভাবনা করিলে তোমার চিত্তে মনোজ্ঞ-অমনোজ্ঞ স্পর্শ তিষ্ঠিতে পারিবে না।

হে রাহুল, তুমি বায়ু-সম ভাবনা কর। বায়ু যেমন শুচি, অশুচি, বিষ্ঠা, মূত্র, থুথু, পূঁজ, রক্ত সর্ব্ব প্রকার পদার্থেরই গন্ধ বহন করে, উহাতে বায়ুর ঘৃণা উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ তুমি বায়ু-সম ভাবনা করিলে, তোমার চিত্তে মনোজ্ঞ-অমনোজ্ঞ স্পর্শ তিষ্ঠিতে পারিবে না।

হে রাহুল, তুমি আকাশ-সম ভাবনা কর। আকাশ যেমন কোথাও প্রতিষ্ঠিত নহে, সেইরূপ আকাশ-সম ভাবনা করিলে তোমার চিত্তে উৎপন্ন মনোজ্ঞ-অমনোজ্ঞ স্পর্শ তিষ্ঠিতে পারিবে না।

হে রাহুল, তুমি মৈত্রী ভাবনা কর; মৈত্রী ভাবনা করিলে ক্রোধের বিনাশ সাধন হইবে।

তুমি করুণা ভাবনা কর; করুণা ভাবনা করিলে হিংসা দূরীভূত হইবে।

তুমি মুদিতা ভাবনা কর; মুদিতা ভাবনা করিলে উৎকণ্ঠা বিদূরীত হইবে।

তুমি উপেক্ষা ভাবনা কর; উপেক্ষা ভাবনা করিলে প্রতিঘ [ক্রোধ] বিদূরীত হইবে।

তুমি অশুভ ভাবনা কর; অশুভ ভাবনা করিলে কাম-রাগ দূর হইবে।

তুমি অনিত্য সংজ্ঞা ভাবনা কর; অনিত্য সংজ্ঞা ভাবনা করিলে আত্মদান দূর হইবে।

তুমি আনঃ-পানঃ স্মৃতি ভাবনা কর; আনঃ-পানঃ স্মৃতি ভাবনা করিলে মহৎ ফল লাভ করিতে পারিবে। আনঃ-পানঃ স্মৃতি কিরূপে ভাবনা করিলে মহাফল লাভ হয়?

হে রাহুল, এই বুদ্ধ শাসনে কোন কোন ভিক্ষু অরণ্যে বৃক্ষমূলে অথবা শূন্যাগারে যাইয়া ঋজুভাবে পদ্মাসনে উপবিষ্ট হয়; নাসিকাগ্রে বা কর্ম্মস্থানের দিকে স্মৃতি রাখিয়া, স্মৃতি যুক্ত হইয়া আশ্বাস পরিত্যাগ করে এবং প্রশ্বাস গ্রহণ করে। দীর্ঘ আশ্বাস পরিত্যাগ করিবার সময় দীর্ঘ আশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছি, ও হ্রস্ব প্রশ্বাস গ্রহণ করিবার সময় হ্রস্ব প্রশ্বাস গ্রহণ করিতেছি বলিয়া তাহা বিশেষ ভাবে অনুভব করে। আদি-মধ্য-অন্ত সর্ব্বকায় বিদিত হইয়া আশ্বাস ত্যাগ ও প্রশ্বাস গ্রহণ করিতেছি বলিয়া শিক্ষা করে। কায়িক সংস্কার উপসম করত আশ্বাস ত্যাগ ও প্রশ্বাস গ্রহণ করিতেছি বলিয়া শিক্ষা করে। প্রীতি, সুখ ও চিত্ত-সংস্কার প্রতিজ্ঞাত হওত আশ্বাস-প্রশ্বাস সেবন করে। চিত্ত-সংস্কার উপশম করত আশ্বাস-প্রশ্বাস সেবন করে। প্রমোদিত হওত আশ্বাস-প্রশ্বাস সেবন করে। চিত্ত প্রতিজ্ঞাত হওত আশ্বাস-প্রশ্বাস সেবন করে। চিত্ত একাগ্র ভাবে স্থিতাবস্থায় আশ্বাস-প্রশ্বাস সেবন করে। পঞ্চনীবরণ হইতে চিত্ত বিমুক্তাবস্থায় আশ্বাস-

প্রশ্বাস সেবন করে। অনিত্য, বিরাগ, নিরোধ ও ত্যাগ ভেদে দর্শন করিয়া আশ্বাস ত্যাগ ও প্রশ্বাস গ্রহণ করিতেছি বলিয়া শিক্ষা করে বা শিক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করে।

হে রাহুল, আনঃ-পানঃ স্মৃতি এইরূপে বিশেষভাবে ভাবনা করিলে মহাফল লাভ হয়। এবম্বিধ অত্যধিক ভাবনার দ্বারা যেই সমস্ত অন্তিম আশ্বাস-প্রশ্বাস, তাহাও জ্ঞাতাবস্থায় নিরোধ হয়; অজ্ঞাতবস্থায় নহে।

রাহুল ভগবানের শ্রীমুখ নিঃসৃত সারগর্ভ কায়গত স্মৃতি ও আনঃ-পানঃ স্মৃতির হৃদয়গ্রাহী বিস্তৃত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন।

– ঃ ০০ ঃ –

তৃষ্ণা-ক্ষয়

রাহুল এখন বিংশতি বৎসর অতিক্রম করিতে চলিলেন। ভগবান উপযুক্ততা বোধে তাঁহাকে উপসম্পদা দিলেন। রাহুলের চিত্ত এখন ধ্যান পরায়ণ। ধ্যানে তাঁহার অপূর্ব্ব আনন্দ। ধ্যানে উপবিষ্ট হইলে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়; যেন তিনি সৌন্দর্য্যের লীলানিকেতন কোন এক আনন্দময় রাজ্যে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার এখন বাসনা মূলচ্ছেদের শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত।

তখন ভগবান শিষ্যমণ্ডলী সমভিব্যাহারে শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। একদা তিনি প্রত্যুষে নির্জ্জনে উপবিষ্ট আছেন; এমন সময়ে রাহুল সম্বন্ধে চিন্তা করিলেন। তিনি দিব্য-জ্ঞানে দেখিলেন–"রাহুলের জ্ঞান এখন পরিপক্ক; তাহার তৃষ্ণা-ক্ষয়ের সময় উপস্থিত; আজ সে অর্হৎ হইবে। তাহাকে আজ এমন ধর্ম্ম দেশনা করিতে হইবে, যাহাতে তাহার চিত্ত তৃষ্ণা-বিমুক্ত হয়।"

পূর্ব্বাহ্নে ভগবান ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন এবং ভিক্ষা করিয়া বিহারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এখন সকলের আহার কার্য্য সমাপ্ত, এমন সময় ভগবান রাহুলকে আহ্বান করিলেন। ভদ্র স্বভাব রাহুল বিনম্রভাবে ভগবান সমীপে উপস্থিত হইলে ভগবান করিলেন–"রাহুল, বসিবার আসন লও, অন্ধবনে দিবা বিহারার্থ গমন করিব।"

ভগবান অন্ধবনাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। রাহুল বসিবার আসন হস্তে ভগবানের পশ্চাদানুসরণ করিলেন।

পৃথিবীন্ধর নাগরাজ-কালে পদুমুত্তর বুদ্ধের নিকটে তাঁহার সহিত প্রার্থনাকারীদের মধ্যে কেহ কেহ বৃক্ষ-দেবতা, কেহ কেহ ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারা

দেখিলেন–"আজ রাহুলের তৃষ্ণা-ক্ষয়ের দিন; ভগবান রাহুলকে সঙ্গে করিয়া অন্ধবনে চলিয়াছেন। তাঁহাকে এমন ধর্ম্ম দেশনা করিবেন, যাহাতে তাঁহার তৃষ্ণা ক্ষয় হয়। এই সুবর্ণ সুযোগ আমরা হারাইব কেন! আমরাও তথায় যাইয়া ভগবানের সেই অমৃত বাণী শ্রবণ করিব।" এই মনে করিয়া দেবগণও ভগবানের পশ্চাদানুসরণ করিলেন।

শান্তমূর্ত্তি ভগবান রাহুলকে পশ্চাতে করিয়া দেবগণ সমভিব্যাহারে অন্ধবনে চলিয়াছেন। আজ রাহুলের প্রাণে কি যেন এক স্বর্গীয় বিমল আনন্দ ফুটিয়া উঠিয়াছে; থাকিয়া থাকিয়া হৃদয় নৃত্য করিতেছে; চক্ষুদ্বয় করুণা মাখা, মুখমণ্ডল আনন্দ পূর্ণ, জ্যোতির্ম্ময় ও ঔদার্য্য ব্যঞ্জক। তাঁহার চক্ষে প্রকৃতি আজ হাস্য-ময়ী আনন্দ-ময়ী। সেই দ্বিপ্রহরের উত্তপ্ত রৌদ্র তাঁহার নিকট স্নিগ্ধকর বোধ হইল; সূর্য্যের দীপ্ত কিরণ প্রত্যেক পুষ্প-কিশলয়ে ও দূরে শ্যামল তৃণের উপর পতিত দেখিয়া বড়ই মনোরম বোধ হইল; তাঁহার যেন মনে হইতে লাগিল–সেই সুদূর অতীতের প্রত্যাশিত কি যেন এক অমূল্য রত্ন উদ্ধার মানসে আজ চলিয়াছেন।

ভগবান অন্ধবনে প্রবেশ করিলেন। তথায় তিনি পত্র-পল্লব সমাচ্ছন্ন ছায়া সম্পন্ন এক বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইলেন। রাহুল আসন প্রজ্ঞাপ্ত করিয়া দিলেন; ভগবান প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবিষ্ট হইলেন। রাহুল ভগবানকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন।

নিবিড় অন্ধবন আজ নীরব-নিস্তব্ধ। শাখা-প্রশাখায় পক্ষী সকল নীরব বসিয়া আছে, যেন তাঁহারা অপ্রত্যাশিত সামগ্রী লাভের প্রতীক্ষায় উদ্বিগ্ন মনে তাকাইয়া রহিয়াছে। পবনদেবও নীরবে মহাপুরুষ দ্বয়ের শ্রান্তি বিনোদন মানসে মৃদু-মন্দ হিল্লোলে বৃক্ষ-লতার নবকিশলয় দোলাইয়া ব্যজন করিতেছে। দেবগণ চতুর্দ্দিকে রক্ষা করিলেন। কেহ যাহাতে অন্ধবনে প্রবেশ করিতে না পারে; যেন একটা মক্ষিকার শব্দও শ্রুত না হয়। অন্ধবন আজ শান্তিময় বিবেকারামে পরিণত হইল।

তখন অতি ধীর, অতি মধুর, অতি গম্ভীর স্বরে সেই নির্জ্জন অন্ধবনের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ভগবান রাহুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন–

(১) "হে রাহুল, তাহা তুমি কি মনে কর, চক্ষু নিত্য, না অনিত্য?"

রাহুল প্রত্যুত্তরে কহিলেন–"অনিত্য ভন্তে"।

ভগবান ঃ যাহা অনিত্য তাহা দুঃখময় না সুখময়।"

রাহুল ঃ "দুঃখময় ভন্তে।"

ভগবান ঃ "যাহা অনিত্য, দুঃখময় এবং বিপর্যয় ধর্ম্ম বিশিষ্ট, তাহাতে এইরূপ জ্ঞান করা

উচিৎ কি– ইহা আমার, ইহা আমি এবং ইহাই আমার আত্মা?"

রাহুল ঃ "কখনও না ভন্তে।"

(২) ভগবান ঃ রাহুল, তাহা তুমি কি মনে কর, রূপ নিত্য না অনিত্য?"

রাহুল ঃ "অনিত্য ভন্তে।"

ভগবান ঃ "যাহা অনিত্য, তাহা দুঃখময় না সুখময়?

রাহুল ঃ "দুঃখময় ভন্তে।"

ভগবান ঃ "যাহা অনিত্য, দুঃখ ও বিপর্য্যয় ধর্ম্ম-বিশিষ্ট তাহাতে এইরূপ চিন্তা করা উচিৎ কি, ইহা আমার, ইহা আমি এবং ইহাই আমার আত্মা?"

রাহুল ঃ "কখনও না ভন্তে।"

(৩) ভগবান ঃ "রাহুল, তাহা তুমি কি মনে কর–চক্ষু-বিজ্ঞান, চক্ষু সংস্পর্শ, চক্ষু সংস্পর্শ জনিত বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান তাহা নিত্য না অনিত্য?"

রাহুল ঃ "অনিত্য ভন্তে।"

ভগবান ঃ "যাহা অনিত্য, তাহা দুঃখময় না সুখময়?"

রাহুল ঃ "দুঃখময় ভন্তে।"

ভগবান ঃ "যাহা অনিত্য, দুঃখ ও বিপর্য্যয় ধর্ম্ম-বিশিষ্ট তাহাতে এইরূপ চিন্তা করা উচিৎ কি-ইহা আমার, ইহা আমি এবং ইহাই আমার আত্মা?"

রাহুল ঃ "কখনও ভন্তে।"

(৪) ভগবান ঃ 'রাহুল, তাহা তুমি কি মনে কর–শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন নিত্য না অনিত্য?"

রাহুল ঃ "অনিত্য ভন্তে।"

ভগবান ঃ "যাহা অনিত্য, তাহা দুঃখময় না সুখময়?"

রাহুল ঃ "দুঃখময় ভন্তে।"

ভগবান ঃ "যাহা অনিত্য, দুঃখ ও বিপর্য্যয় ধর্ম্ম-বিশিষ্ট, তাহাতে এইরূপ চিন্তা করা উচিৎ কি– ইহা আমার, ইহা আমি এবং ইহাই আমার আত্মা?"

রাহুল ঃ "কখনও না ভন্তে।"

ভগবান ঃ "রাহুল, ধর্ম্ম (চৈতসিক) মনোবিজ্ঞান, মনঃ- সংস্পর্শ, মনঃসংস্পর্শ জনিত বেদনাগত, সংজ্ঞাগত, সংস্কারগত ও বিজ্ঞানগত তাহা নিত্য না অনিত্য?"

রাহুল ঃ "অনিত্য ভন্তে।"

ভগবান ঃ "যাহা অনিত্য, তাহা দুঃখময় না সুখময়?"

রাহুল ঃ "দুঃখময় ভন্তে।"

ভগবান ঃ "হে রাহুল, শ্রুতশীল আর্য্যশ্রাবক এইরূপ দেখিয়া চক্ষু, রূপ, চক্ষুবিজ্ঞান ও চক্ষুসংস্পর্শের প্রতি তৃষ্ণা বিহীন হয়; যাহা কিছু চক্ষু সংস্পর্শে উৎপন্ন বেদনাগত, সংজ্ঞাগত, সংস্কারগত ও বিজ্ঞানগত তাহা হইতেও তৃষ্ণা বিহীন হয়; শ্রোত্র, শব্দ, ঘ্রাণ, গন্ধ, জিহ্বা, রস, কায়, স্পর্শ, মন, ধর্ম্ম মনোবিজ্ঞান, মনসংস্পর্শ, মনসংস্পর্শ হইতে উৎপন্ন বেদনাগত, সংজ্ঞাগত সংস্কারগত ও বিজ্ঞানগত, তাহা হইতে তৃষ্ণাবিহীন হয়; তৃষ্ণাবিহীন হেতু বিরাগ, বিরাগ হেতু বিমুক্তি, বিমুক্তি হইতে 'আমি বিমুক্ত' এইরূপ জ্ঞান হয়। তখন সে বিশেষরূপে জানিতে পারে যে– তাহার জন্ম ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্য পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় সম্পাদিত হইয়াছে, পুনরায় পৃথিবীতে আর জন্ম নিতে হইবে না।

ভগবানের এই মধুর ধর্ম্ম উপদেশ শুনিয়া আয়ুষ্মান রাহুল অত্যধিক সন্তোষের সহিত ভগবদ্-বাক্য অভিনন্দন করিলেন। ভগবানের শ্রীমুখ-নিঃসৃত এই অমৃতময় ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা শুনিতে শুনিতে রাহুলের চিত্ত তৃষ্ণা হইতে বিমুক্ত হইল। রাহুল অরহত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন।

তথায় সমাগত দেবগণের মধ্যে কোন কোন দেবতা স্রোতাপন্ন, কোন কোন দেবতা সকৃদাগামী কোন কোন দেবতা অনাগামী, আর কোন কোন দেবতা অর্হৎ হইলেন।

রাহুল ক্ষীণাসব হইলেন; তাঁহার দুঃখ-সূর্য্য অস্তমিত হইল; তিনি চিরশান্তি লাভ করিলেন। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে বিদগ্ধা ধরণী বক্ষ প্রবল বাদলধারা বর্ষণে যেইরূপ সুশীতল হয়, সেইরূপ রাহুলও অহৎত্ব লাভ করিয়া সেই অনন্তবাহী কাম - ক্রোধ - লোভ - মোহ - মদ - মাৎসর্য্য - দাবানল - প্রদীপ্ত চিত্ত ভূমি আজ উপশান্ত হইল। তাঁহার সুচির কালের অভিলষিত সেই অমৃত-পদ লব্ধ হইল। সেই পদ অচ্যুত; সেই পদ পরম শান্তিপদ; তিনি নিষ্কলঙ্ক হইলেন; পবিত্র অর্হৎ ফল লাভ করিলেন; কি পরমা প্রীতি! কি অপূর্ব্ব আনন্দ! প্রবল বায়ু হিল্লোলে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ মালা যেমন নাচিয়া নাচিয়া প্রবাহিত হয়, সেইরূপ রাহুলের শান্তিপদ লাভে তাহার চিত্ত সমুদ্রেও উত্তাল আনন্দ লহরী নাচিয়া নাচিয়া প্রবাহিত হইল। তাঁহার আনন্দ উৎস উছলিয়া উঠিল, প্রাণে আর আনন্দ ধরে না, এই আনন্দ বর্ণনাতীত, এই আনন্দ অনন্ত-অসীম। বরিষার প্রবল বারি ধারা তরঙ্গিণীর বক্ষে অবস্থানে অসমর্থা হইয়া যেমন দুই কূল ভাসাইয়া প্রবাহিত হয়, সেইরূপ রাহুলও অর্হত্ব ফল লাভ করিয়া সেই প্রবল আনন্দোচ্ছ্বাস অন্তরে দারণ

করিতে অসমর্থ হইলেন, তাঁহার মুখরিয়া প্রীতি দায়িনী গাথা বাহির হইল। তিনি প্রীতি পূর্ণ হৃদয়ে এই গাথা চতুষ্টয় ভাষণ করিলেন ঃ–

(১) উভয়েনেব সম্পন্নো রাহুলভদ্দো'তি মং বিদূ,
য়ঞ্চমিহ পুত্তো বুদ্ধস্স য়ঞ্চ ধম্মেসু চক্ষুমা।

আমাকে রাহুল ভদ্র বলিয়া জ্ঞাত হইবে; যেহেতু আমি সম্যক সম্বুদ্ধের পুত্র, লৌকিক লোকোত্তর ধর্ম্মে চক্ষুষ্মান, জাতি সম্পদ ও প্রতিপত্তি সম্পদ এই উভয় সম্পদ সম্পন্ন।

(২) য়ঞ্চ মে আসবা খীণা য়ঞ্চ নত্থি পুনব্ভবো,
অরহা দক্খিণেয়োমিহ তেবিজ্জো অমতদ্দসো।

যেহেতু আমি আসব [যদ্বারা প্রাণী সংসার স্রোতে প্রবাহিত হয়] ক্ষীণ হইয়াছি, আমার পুনর্ভবে উৎপন্ন হইবার কারণ বিদ্যমান নাই, আমি এখন দানের উপযুক্ত পাত্র অর্হৎ ও ত্রিবিদ্যা সম্পন্ন হইয়া নির্ব্বাণ দর্শন করিয়াছি। তাই আমাকে রাহুলভদ্র বলিয়া জ্ঞান হইবে।'

(৩) কামন্ধা জালপচ্ছন্না তণহাছদন ছাদিতা,
পমত্তবন্ধুনা বদ্ধা মচ্ছাব কুমিনা মুখে।

কামান্ধেরা তৃষ্ণাজালে প্রচ্ছন্ন, তৃষ্ণা আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত, মৎস্য যেমন জলে প্রবিষ্ট হইয়া বদ্ধ হয়, সেইরূপ প্রাণী সমূহ মারের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া থাকে।

(৪) তং কামং অহমুজ্ঝিত্বা ছেত্বা মারস্স বন্ধনং,
সমূলং তণহং অব্বুয়হ সীতি ভূতোস্মি নিব্বুতো'তি।

আমি সেই কামতৃষ্ণা হইতে মুক্ত হইয়াছি, মার পাশ আর্য্যমার্গরূপ অস্ত্রের দ্বারা সম্যকরূপে ছেদন করিয়াছি, তৃষ্ণা সমূলে উৎপাটন করিয়া ক্লেশ জ্বালার উপশম ও সোপাধিশেষ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছি।

–ঃ ০০ ঃ–

শ্রেষ্ঠোপাধি লাভ

রাহুল লোকোত্তর ধনের উত্তরাধিকারী হইলেন। তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হইয়াছে। এখন তিনি ভব-দুঃখ হইতে বিমুক্ত। তাঁহাকে আর জন্ম নিতে হইবে না। এই তাঁহার অন্তিম জন্ম।

এখন তাঁহার শান্ত, ধীর ও গম্ভীরভাব উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি পাইল। সংযম আসিয়া তাঁহাকে আঁকড়াইয়া ধরিল। ভগবানের উপদেশের প্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তাঁহার জীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত, তথাপি শিক্ষাপদ পালনে পশ্চাদ্‌পদ হইতে পারেন না, ইহাই তাঁহার ব্রত, ইহাই তাঁহার সাধনা।

একদা ভগবান চিন্তা করিলেন–'রাহুল অর্হৎ হইয়াছে, তাহার পূর্ব্ব প্রার্থনা ফলবতী হইয়াছে, সে এখন সদ্‌গুণে বিমণ্ডিত, গুণের উপযুক্ত পুরস্কার তাহাকে দিতে হইবে।'

আজ মহতী ধর্ম্ম সভা; ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকা এই চারি মহাপরিষদ ধর্ম্ম-সভায় সমবেত হইয়াছেন। ভগবান বুদ্ধলীলায় আসিয়া ধর্ম্মাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি দিব্যজ্ঞানে পরিষদের চিত্তভাব জ্ঞাত হইয়া তাহাদের চিত্তানুযায়ী ধর্ম্ম দেশনা আরম্ভ করিলেন। তিনি এমন মধুর স্বরে ধর্ম্মোপদেশ করিতে লাগিলেন, যেন শ্রোতৃবৃন্দের কর্ণে সুধা বর্ষিত হইতেছে। কিছুক্ষণ ধর্ম্ম-দেশনার পর, ভগবান রাহুলের সদ্‌গুণাবলী কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। রাহুল কিরূপ শিক্ষাকামী, শিক্ষার প্রতি তাহার কেমন শ্রদ্ধা ও দৃঢ়তা, তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিলেন। ভগবানের শ্রীমুখ নিঃসৃত রাহুলের গুণপনার কথা শুনিয়া পরিষদবৃন্দ অত্যাধিক সন্তুষ্ট হইলেন। রাহুলের প্রতি তাঁহাদের অন্তরে অধিকতর শ্রদ্ধার সঞ্চার হইল। তখন ভগবান যেই চারি পরিষদ সম্মিলিত মহাসভায় রাহুলকে বুদ্ধশাসনে শিক্ষাকামীর শ্রেষ্ঠস্থান প্রদান করিলেন।

রাহুলকে শ্রেষ্ঠ উপাধিতে বিভূষিত করিলেন; পরিষদবৃন্দ "উপযুক্ত পাত্রে উপযুক্ত বস্তুই রক্ষা করা হইল" এই মনে করিয়া "সাধু সাধু" বলিয়া অনুমোদন করিলেন। সেই বিশাল পরিষদের প্রত্যেকের সাধু-ধ্বনি একত্রে সম্মিলিত হইয়া এক বিরাট অপূর্ব্ব ধ্বনিতে দিকমণ্ডল মুখরিত করিয়া তুলিল।

–ঃ ০০ ঃ–

মার-পরাভব

বশবর্ত্তী দেবলোকবাসী পাপীষ্ঠ মার বুদ্ধের অভিনিষ্ক্রমণ দিবস হইতেই তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিয়া আসিতেছে। ভগবানের আরব্ধকার্য্য যাহাতে নষ্ট করিয়া দিতে পারে, তাঁহার যাহাতে দুঃখ উৎপাদন করিতে পারে, দিবারাত্রি সেই চিন্তায় নিমগ্ন থাকিত। মার এত চেষ্টা করিয়াও সফল কাম হইতে পারে নাই। তথাপি মার ছাড়িবার পাত্র নহে। বুদ্ধের আনির্ব্বাণ কাল মার কেবল এই সুযোগই অন্বেষণ করিতেছিল।

গ্রীষ্মের গভীরা রজনী। সমস্ত দিনের তপন-তাপে উত্তপ্তা ধরণী এখনও শীতলতা লাভে বঞ্চিতা। গৃহে নিদ্রা যাওয়া কষ্টসাধ্য; তাই অনেকেই অলিন্দে, বৃক্ষমূলে ও উন্মুক্ত আকাশতলে শয়ন করিল। রাহুল শুইলেন বিহারালিন্দে। বিহারবাসী সকলেই প্রগাঢ়-নিদ্রায় অভিভূত; কর্ম্ম কোলাহলে মুখরিত ধরিত্রী এখন নীরবতায় পরিপূর্ণ। এমন সময় পাপীষ্ঠ মার দেখিতে পাইল – রাহুল বহির্দ্দেশে নিদ্রিত। তখন মার চিন্তা করিল, 'রাহুল ভগবানের পুত্র, তাই রাহুল ভগবানের অতি প্রিয়তর। রাহুলের কোন দুঃখ উৎপন্ন হইলে, ভগবানের চিত্তে অত্যধিক আঘাৎ লাগিবে। আজ আমি এই সুযোগ ছাড়িব কেন! এখন আমি সুবৃহৎ হস্তী-রূপ ধারণ করিব এবং রাহুলের কর্ণের নিকট শুণ্ড রাখিয়া ভীতি-ব্যঞ্জক বিকট শব্দ করিব, ইহাতে তাহার অত্যধিক ভয়ে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইবে; রাহুলের দুঃখে ভগবানও দুঃখিত হইবেন। এই উপায়ে ভগবানকে দুঃখ দিব।" মার এই মনে করিয়া এক বৃহদাকার হস্তীরূপ ধারণ করিল। হস্তীর শুণ্ড রাহুলের কর্ণের নিকট রাখিয়া ভীষণ বজ্র নির্ঘোবের ন্যায় ভীতি-ব্যঞ্জক এক বিকট শব্দ করিল। সেই ভীষণতর বিকট শব্দ ভীমরবে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইল। সমস্ত বিহার-সীমা থরথর ভাবে কাঁপিয়া উঠিল; বৃক্ষ-শাখায় ঘুমন্ত বিহঙ্গকুল হঠাৎ জাগ্রত হইয়া প্রাণ ভয়ে আকাশে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। অর্হৎ ব্যতীত অপর বিহারবাসী ভিক্ষু শ্রামণেরগণ আতঙ্কিত হইয়া শয্যার উপর বসিল। অত্যধিক ভয়ে তাঁহাদের হৃদয় দুর্‌দুর্‌ করিতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে রাহুলের কোনরূপ বিকার উপস্থিত হইল না। তিনি বিন্দুমাত্রও ভীত হইলেন না। তিনি যে অর্হৎ; শোক, দুঃখ ও ভয় হইতে বিমুক্ত। এমন এক শব্দ কেন, এইরূপ শত সহস্র শব্দ একত্রিত হইয়া আরও অধিকতর ভীতি-ব্যঞ্জক ভীষণতর ধ্বনি উত্থিত হইলেও অর্হতের কেশাগ্র পর্য্যন্ত কম্পিত করিতে পারিবে না।

রাহুল জাগ্রত হইলেন। তিনি সুপ্ত-প্রবুদ্ধের ন্যায় ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিলেন। দেখিলেন– তাঁহার সম্মুখে এক সুবৃহৎ হস্তী, ঘন ঘন শুণ্ড চালনা করিতেছে।

তখন ভগবান গন্ধ-কুটি হইতে এই শব্দ শুনিলেন। "ইহা কিসের শব্দ" তাহা উপধারণ করিতে যাইয়া মারের ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। তখন ভগবান গন্ধ-কুটি হইতে মারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন–"হে পাপীষ্ঠ মার, আমার পুত্র রাহুল এখন বিমুক্ত; সে আর তোমার বশে নাই। সে তৃষ্ণা-ক্ষয় করিয়াছে, তাহার এখন শোক, দুঃখ, ভয়ে অকম্পিত হৃদয়। কিছুতেই তাহার অন্তরে ভয়ের সঞ্চার করিতে পারিবে না। তজ্জন্য তোমার উদ্যম-উৎসাহ নিরর্থক বলিয়া মনে করিও।'

মার ভগবানের নিগ্রহ বাক্য শুনিয়া "ভগবান আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন" এই মনে করিয়া দুঃখিত চিত্তে চলিয়া গেল।

–ঃ ০০ ঃ–

পরি-নির্ব্বাণ

পৃথিবীন্ধর নাগরাজ-কালে পদুমুত্তর বুদ্ধের পাদমূলে যেই প্রার্থনা করিয়াছিলেন, রাহুলের সেই প্রার্থনা এখন সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে। তাঁহার সেই বহু জন্মের প্রত্যাশিত সেই দেব-দুর্ল্লভ রত্ন লাভ হইয়াছে। তিনি বুদ্ধপুত্র হইলেন; অর্হত্ব ফল লাভ করিলেন, শ্রেষ্ঠ উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। তাহার জন্ম ক্ষীণ হইয়াছে, করণীয় সম্পাদিত হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্য পরিপূর্ণ হইয়াছে। এখন পঞ্চস্কন্ধ তাঁহার নিকট ভার বোধ হইতে লাগিল। অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল তিনি বিমুক্তি সুখেই অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

রাহুলের আয়ুষ্কাল অবসান হইয়া আসিল। এখন তাঁহার পরিনির্ব্বাণের সময় কাল উপস্থিত। তিনি কোন্ স্থানে পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবেন, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। দিব্যজ্ঞানে দেখিতে পাইলেন–'তাবতিংস' স্বর্গ ব্যতীত তাঁহার পরিনির্ব্বাণ লাভের আর দ্বিতীয় স্থান নাই। তিনি 'তাবতিংস' স্বর্গে পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবেন, স্থির করিলেন।

রাহুল ভগবানের নিকট চলিলেন। আজ তাঁহার বিদায় গ্রহণের দিন, এই তাঁহার অন্তিম বিদায়। যাঁহাকে পিতৃরূপে পাইবার আশায় লক্ষ কল্প যাবৎ এত সাধনা, এত উদ্যম, এত উৎসাহ, যাঁহার পুত্ররূপে উৎপন্ন হইবার মানসে অনন্ত জন্মে অনন্ত দুঃখ বরণ করিয়া নিয়াছেন; সেই সুদীর্ঘ কালের সযতনে রোপিত সাধনা লতায় সুপুষ্পিত বুদ্ধ পিতার নিকট রাহুল আজ শেষ বিদায় নিতে চলিলেন।

রাহুল ভগবান সমীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি ভগবানকে বন্দনা করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। তখন ভগবান অতি শান্ত কোমল-মধুর স্বরে রাহুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন–"রাহুল, কি মনে করিয়া আসিয়াছ?"

রাহুল অতিশয় বিনয় নম্র বচনে কহিলেন–"ভগবান, আমার পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবার সময় উপস্থিত, আজ আপনার নিকট হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ মানসে আসিয়াছি; আপনার অনুমতি পাইলে আজ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইব।"

রাহুলের কথায় ভগবানের অন্তরে ধর্ম্ম সংবেগ উৎপন্ন হইল। তিনি রাহুলকে অনেক উপদেশ প্রদান করিলেন। উপদেশ দেওয়ার পর জিজ্ঞাসা করিলেন–"রাহুল, তুমি কোন্ স্থানে পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে?"

রাহুল ঃ "তাবতিংস স্বর্গে ভন্তে।"

ভগবান ঃ "তোমার সময় হইলে এখন যাইতে পার।"

রাহুল ঃ ভগবানের অনুমতি পাইলেন। তিনি ভগবানকে বন্দনা করিয়া তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন। প্রদক্ষিণ করার পর পুনরায় ভগবানকে বন্দনা করিয়া আর একবার শেষ দেখা দেখিয়া লইলেন। তৎপর ধীরে ধীরে ভগবানের গন্ধকুটি হইতে বহির্গত হইলেন।

অতঃপর রাহুল সারীপুত্ত স্থবির, মোদ্গালায়ন স্থবির ও আনন্দ স্থবির প্রমুখ সমস্ত ভিক্ষু-সঙ্ঘের নিকট তাঁহার পরিনির্ব্বাণের কথা নিবেদন করিলেন। সকলের নিকট তিনি অন্তিম বিদায় গ্রহণ করিলেন। রাহুলের এই বিদায়ের অর্হৎ ভিক্ষুদের অন্তরে ধর্ম্ম সংবেগ উৎপন্ন হইল; পৃথগ্‌জন ভিক্ষু-শ্রামণের দিগের অন্তর কাঁদিয়া উঠিল। কিছুতেই তাঁহারা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

রাহুল তাঁহাদের ক্রন্দন দেখিয়া তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিবার জন্য প্রিয় মধুর বাক্যে কহিলেন–"আপনারা আমার জন্য দুঃখ করিবেন না; সংস্কার ধর্ম্ম একান্তই অনিত্য, উৎপন্ন বস্তুর ধ্বংশ অনিবার্য্য; উৎপন্ন হইয়া নিরোধ হয়; তাহাদের উপশমই সুখ।" রাহুল এই উপদেশ দিয়া সকলের সম্মুখেই আকাশ মার্গে উত্থিত হইলেন। তিনি আকাশ পথে 'তাবতিংস' উপনীত হইয়া তথায় পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন।

"অনিচ্চা বত সঙ্খারা উপ্পাদ-বয় ধম্মিনো,
উপ্পজ্জিত্বা নিরুজ্ঝন্তি তেসং বুপসমো সুখো"তি।
'উদয় বিলয়-ধর্ম্মী, হায়! অনিত্য সংস্কার,
জনমি' নিরোধ পায়, উপশমে সুখ তা'র।'

–ঃ ০০ ঃ–

সংঘরাজ শীলালঙ্কার মহাথেরো আমাদের এই গাঙ্গেয় বদ্বীপের বৌদ্ধ সভ্যতার মূলধারার পুলকিত সব্যসাচী। তাঁর বিস্তীর্ণ পুণ্যময় জীবন প্রবাহ আমাদের কাছে যেনো বিচিত্র বর্ণখচিত একটি বাঙময় বরাভয়। তিনি একটি শতাব্দী। প্রত্যাশায়, আনন্দে এবং শীলানন্দ অনুভবে তিনি আমাদের কাছে একটি নান্দনিক উপমা। তাঁর পরিধেয় গৈরিক উত্তরীয় আমাদের শান্তির পতাকা।

ধর্মীয় অনুভবে বিমুর্ত জীবন ধারার পাশাপাশি সাহিত্য সাধনায় তিনি ছিলেন তন্ময় বিভোর। তাঁর সুনিবিড় সাহিত্য সাধনার হিরন্ময় ফসল হিসেবে আমরা পেয়েছি 'আনন্দ', 'বিশাখা', 'জীবক', 'বিমান বত্থু', 'বুদ্ধ যুগে বৌদ্ধ নারী', ধর্মপদার্থকথা, বৌদ্ধনীতি মঞ্জরী এবং পারাজিকং ইত্যাদি।

এই অনবদ্য সৃষ্টি পরিক্রমার স্থপতি বিশ্ব বৌদ্ধ রাজ্যের বরেণ্য সংঘ মনীষা, বাংলাদেশের বৌদ্ধদের সর্বোচ্চ ধর্মীয়গুরু, মহামান্য প্রয়াত অষ্টম সংঘরাজ শ্রীমৎ শীলালঙ্কার মহাথেরো মহোদয়। তাঁর চরণ পদ্মে সশ্রদ্ধ বন্দনা জ্ঞাপন করে আমরা তাঁর নির্বাণ শান্তি কামনা করছি।

"Wherever the Buddha's teachings have flourished,

either in cities or countrysides,

people would gain inconceivable benefits.

The land and people would be enveloped in peace.

The sun and moon will shine clear and bright.

Wind and rain would appear accordingly,

and there will be no disasters.

Nations would be prosperous

and there would be no use for soldiers or weapons.

People would abide by morality and accord with laws.

They would be courteous and humble,

and everyone would be content without injustices.

There would be no thefts or violence.

The strong would not dominate the weak

and everyone would get their fair share."

~THE BUDDHA SPEAKS OF
THE INFINITE LIFE SUTRA OF
ADORNMENT, PURITY, EQUALITY
AND ENLIGHTENMENT OF
THE MAHAYANA SCHOOL~

GREAT VOW
BODHISATTVA EARTH-TREASURY
(BODHISATTVA KSITIGARBHA)

" Unless Hells become empty,
I vow not to attain Buddhahood;
Till all have achieved the Ultimate Liberation,
I shall then consider my Enlightenment full !"

Bodhisattva Earth-Treasury is
entrusted as the Caretaker of the World until
Buddha Maitreya reincarnates on Earth
in 5.7 billion years.

Reciting the Holy Name:
NAMO BODHISATTVA KSITIGARBHA

Karma-erasing Mantra:
OM BA LA MO LING TO NING SVAHA

With bad advisors forever left behind,
From paths of evil he departs for eternity,
Soon to see the Buddha of Limitless Light
And perfect Samantabhadra's Supreme Vows.

The supreme and endless blessings
of Samantabhadra's deeds,
I now universally transfer.
May every living being, drowning and adrift,
Soon return to the Pure Land of Limitless Light!

*** The Vows of Samantabhadra ***

I vow that when my life approaches its end,
All obstructions will be swept away;
I will see Amitabha Buddha,
And be born in His Western Pure Land of
Ultimate Bliss and Peace.

When reborn in the Western Pure Land,
I will perfect and completely fulfill
Without exception these Great Vows,
To delight and benefit all beings.

*** The Vows of Samantabhadra Avatamsaka Sutra ***

DEDICATION OF MERIT

May the merit and virtue
accrued from this work
adorn Amitabha Buddha's Pure Land,
repay the four great kindnesses above,
and relieve the suffering of
those on the three paths below.

May those who see or hear of these efforts
generate Bodhi-mind,
spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
and finally be reborn together in
the Land of Ultimate Bliss.
Homage to Amita Buddha!

NAMO AMITABHA
南無阿彌陀佛

【孟加拉文：RAHUL CHARIT (A LIFE OF RAHUL)，羅睺羅的一生】

財團法人佛陀教育基金會 印贈
台北市杭州南路一段五十五號十一樓

Printed and donated for free distribution by
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation
11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415
Email: overseas@budaedu.org
Website:http://www.budaedu.org

This book is strictly for free distribution, it is not for sale.
এই বই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নহে।

Printed in Taiwan
5,000 copies; July 2010
BA038-8755